পাণ্ডব গোয়েন্দা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের
বিষ্ণুপুরের গুপ্তধন
খণ্ড-১২

দ্বাদশ অভিযান

মিত্তিরদের বাগানে সেই পোড়ো ভাঙা বাড়ির মধ্যে বসে পাণ্ডব গোয়েন্দারা আলোচনা করছে এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথায় ওরা বেড়াতে যাবে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু সবাই আছে।

বিলু বলল, "এবার আমাদের শৈলশিখর দার্জিলিঙে যাওয়া হোক। আশা করি এতে কারও অমত হবে না।"

ভোম্বল বলল, "উহু, দিঘা। ক'দিন থেকেই দিঘার সমুদ্র যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।"

বাচ্চু বলল, "না না রাজগীর।"

বিচ্ছু বলল, "এই গরমে!"

বাচ্চু বলল, "তাতে কী? রাজগীর গেলে বুদ্ধগয়া নালন্দা পাওয়াপুরী সব দেখা হবে।"

বাবলু বলল, "না। এই সেবারে পুরী বেড়িয়ে এসে এখন দিঘা নয়। রাজগীর অবশ্য যাওয়া যেত তবে এই গরমে যেতে চাই না।"

বিলু বলল, "ওই জন্যেই তো বলছি দার্জিলিঙে চল।"

বাবলু বলল, "এখন সিজিন টাইম। ওখানে এখন থাকার জায়গা পাবি কেন? তা ছাড়াও অনেক টাকার ব্যাপার।"

ভোম্বল বলল, "কোথায় যেতে চাস তা হলে?"

বাবলু বলল, "আমার পিসিমা বিষ্ণুপুরে থাকেন। খুব ভাল জায়গা। আমার বাবার মুখে বিষ্ণুপুরের গল্প যা শুনেছি তাতে আমার অনেকদিন থেকেই বিষ্ণুপুর যাবার খুব ইচ্ছে। সবাই মিলে এবার বিষ্ণুপুরে যাই চল।"

সকলে একমত হয়ে বলল, “সেই ভাল। এবার তা হলে বিষ্ণুপুরেই যাওয়া হোক।”

বিলু বলল, “তবে এ যাত্রায় কিন্তু পঞ্চুকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না।”

সেই না শুনে পঞ্চু অমনি চেঁচিয়ে উঠল, “ভৌ-ভৌ ভৌ-উ-উ-উ।”

বাবলু বলল, “না পঞ্চু। সেবার তোকে বহু কষ্টে পুরীতে নিয়ে গেছি, আর নয়।”

পঞ্চু আবার চেঁচাল, “ভৌ। ভৌ ভোঁ।”

ভোম্বল বলল, “স্টপ। ডোন্ট চেঁচামেচি।”

তারপর পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, “পঞ্চু, আমি যখন আছি তখন তোর কোনও চিন্তা নেই। দরকার হলে তোকে ট্রেনের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যাব।”

বাবলু হেসে বলল, “তুই কি ডোবাবি আমাদের?”

“আমি কাউকে ডোবাবও না, নিজেও ডুবব না। একদম স্টেজে মেকাপ দেব।”

“ঠিক আছে। দেখা যাক। কী রকম মেকাপ দিস তুই কাল রাতের গাড়িতে আমরা যাব। আদ্রা চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে।”

বিলু বলল, “কেন সরকারি বাস তো রয়েছে। ট্রেনের থেকেও সো মাচ বেটার। এসপ্ল্যানেড থেকে ছেড়ে মাত্র চার ঘণ্টায় পৌছে দিচ্ছে।”

“জানি। তবে সঙ্গে মালপত্তর থাকবে তো। তা ছাড়া রাত্তিরবেলা ট্রেন জার্নি করতে আমার খুব ভাল লাগে।”

বিলু বলল, “এটাই তা হলে ফাইনাল। এখন সন্ধে হয়ে আসছে, ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো সব।” বিলুর কথা শেষ হতেই উঠে পড়ল সকলে।

রাত্রিবেলা ঘরের এক কোণে দরজার দিকে পিছন করে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন লিখছিলেন বাবলুর বাবা।

এমন সময় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাবলুর মা ঘরে ঢুকলেন। কাপটা টেবিলের ওপর রেখে মা বললেন, “শুনছ একবার ছেলের কথা, ছুটি পড়তে না পড়তেই বায়না ধরেছে বিষ্ণুপুর যাবে।”

বাবলুর বাবা লেখা থামিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, “বেশ তো। এ তো খুব ভাল কথা।”

“ভাল কথা? তুমিই তো আশকারা দিয়ে মাথায় তুলেছ ছেলেটাকে।”

“মোটেই না। আমি চাই আমার ছেলে সাহসী হবে। দশজনের একজন হবে।”

“তাই বলে এই গরমে...।”

“ও কি একাই যাবে? না দলবল সমেত?”

“ওরা কখনও দলছাড়া হয়? সবাই যাবে। আমার বাপু ভয় করে। যা দস্যি ছেলেমেয়ে সব।”

“ভয় কী। আজকের দিনে ছেলেমেয়েদের জোর করে ঘরে আটকে রাখতে নেই। এতে ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। বিশেষ করে এরা যেরকম তাতে এদের নির্ভয়ে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। তা ছাড়া দিদি তো আছেনই সেখানে।”

বাবার কথা শেষ হতে না হতেই গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকল বাবলু, “তুমিই বলো তো বাবা। আর কি আমরা ছোটটি আছি? এখন আমরা বড় হয়েছি না?”

মা বললেন, “হ্যাঁ। বড় হয়েছ। সেই সঙ্গে দস্যিও হয়েছ। তোমাকে এতটুকু চোখের আড়াল করে আমার শান্তি নেই।

বাবলু বলল, “তোমার কোনও চিন্তা নেই মা। এবারে আমরা কোনওরকম ঝামেলায় জড়াব না। তুমি নিশ্চিন্ত থেক।”

বাবা বললেন, “পিসিমাকে একদম বিরক্ত করবে না। তার কথামতো চলবে সকলে, কেমন?”

মা বললেন, "পুকুরঘাটে নামবে না। ঘরে চান করবে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।" বলে পাশের ঘরে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যার পর হাওড়া স্টেশনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল সকলে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চ, বিচ্ছু। শুধু পঞ্চুকেই যা দেখা গেল না। ট্যাক্সির পিছন থেকে যে যার মালপত্তর বার করে নিল। বড় মোটা হোল্ডলটা ভোম্বল নিজে নিল।

বাবলু বলল, "একটা কুলি করলে হত না?"

ভোম্বল বলল, "কোনও দরকার নেই। আমি একাই একশো। তা ছাড়া এটা হাতছাড়া করা উচিত হবে না। এর ভেতরে যে মাল ঢুকিয়েছি, তা দেখলে চোখ টেরিয়ে যাবে তোদের।"

ওরা স্টেশনে ঢুকল। রাত নটা দশে ট্রেন। যথাসময়ে ট্রেন ছেড়ে রাতের অন্ধকারে হু হু শব্দে ছুটতে লাগল।

ট্রেনের কমপার্টমেন্টটা মাঝারি সাইজের। বাবলুরা বেশ ভালভাবেই বসেছে তাইতে। উইকএন্ড নয় বলে খুব একটা ভিড়ও নেই কামরায়।

বাবলুদের সামনেই একজন বেঁটেখাটো মাঝবয়েসি ভদ্রলোক সস্ত্রীক বসেছেন। সঙ্গে তাদের একটি মেয়ে রয়েছে। মেয়েটি বেশ সুশ্রী। পরনে সাদা আদির ফ্রক। লম্বা বেণী। ওদেরই সমবয়েসি দেখলে বেশ আদুরে এবং স্মার্ট বলে মনে হয়। মেয়েটি জানলার ধারে বসেছিল আর মাঝে মাঝে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিকে তাকাচ্ছিল।

বিলু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বাবলুর কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে একটু গ্র্যাভিটি নিয়ে তাকাল বাবলু আর বিলুর দিকে।

বাবলু আর বিলু বসেছিল ওপরের মুখোমুখি বাঙ্কে। ভোম্বল নীচের বসবার জায়গায় চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। বাচ্চু আর বিচ্ছু বসেছিল জানলার ধারে দুটো একানে সিটে।

মেয়েটির মা একটা ডিশে করে লুচি তরকারি ও কয়েকটি সন্দেশ নিয়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তুই এবার খেয়ে নে পোকা। রাত অনেক হয়েছে।"

মেয়েটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। মনে মনে বেশ রেগেও গেছে মনে হল। একবার আড়াচোখে ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে মাকে বলল, "তুমি এক্কেবারে হোপলেশ। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমার কি আর কোনও নাম নেই? এত লোকের সামনে আমাকে পোকা বলে ডাকছ? ভাল নামে ডাকতে পার না?"

মা বললেন, "অত বাপু আমার মনে থাকে না। যে নামটা মুখে আসে সেই নামেই ডাকি।"

"এখন আমি খাব না যাও। রেখে দাও তোমার খাবার।"

"ওমা! এখন খাবি না তো কখন খাবি?"

মেয়েটি তখন বেজায় রেগে গেছে, "বলছি এখন খাব না।"

মেয়েটির রকম দেখে ভোম্বল ফিক করে হেসে ফেলল।

তাই না দেখে তো আরও জ্বলে উঠল মেয়েটি। কটমট করে চোখদুটো পাকিয়ে ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই অসভ্য ছেলে, তুই অমন ফাজিলের মতো হাসছিস কেন রে?"

ভোম্বল তবুও হাসতে লাগল।

মেয়েটির বাবা বসে বসে ঢুলছিলেন। এবার তিনিও সচকিত হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বসে বললেন, "জাস্ট লাইক অ্যান ইডিয়ট।"

বাবলু ওপর থেকে ধমক দিয়ে বলল, "এই ভোম্বল, ডোন্ট লাফ।"

ভোম্বল হাসতে হাসতেই বলল, "লাফাইনি ভাই। শুয়ে আছি।"

বাচ্চু বলল, "কী হচ্ছে কী?"

বিচ্চু বলল, "হাসি চাপতে না পারো পাশ ফিরে শোও।"

মেয়েটি এবার কড়া গলায় ঝাঝালো সুরে সকলকে উদ্দেশ্য করেই বলল, "আমার নাম পোকা, আমারই আছে। তাতে তোদের কী রে বাঁদরগুলো?"

মা বললেন, "কী আশ্চর্য! এতে অত হাসাহাসির কী আছে?"

বাবলু ওপর থেকে বলল, "আপনি কিছু মনে করবেন না মাসিমা ও থেকে থেকে ওই রকম হাসে।"

এমন সময় চেকার এসে টিকিট চেক করতে থাকায় ব্যাপারটা মিটল।

বাবলু ওপর থেকে বলল, "হোল্ডলটা তুই নীচে ঢুকিয়ে রেখেছিস কেন ভোম্বল? ওপরে তুলে দে।"

"না, নীচেই থাক ওটা।"

"কী আশ্চর্য! কিছু একটা পাততে হবে তো ওপরে।"

ভোম্বল তখন বিলুকে ডাকল, "বিলু, একবার নীচে আয় তো।"

বিলু নামলে বিলুর কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই চোখ দুটো কপালে উঠে গেল বিলুর, "বলিস কীরে!"

ভোম্বল ঠোঁটে তর্জনি রেখে বলল, "চু-উ-প।"

বাবলু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে?"

ভোম্বল বলল, "কিছু না।"

বিলু আর ভোম্বল হোল্ডলটা নীচেই খুলে ওপরে তুলে দিল।

বাবলু বলল, "নাঃ। তোদের মাথায় দেখছি সত্যিই পোকা আছে। এটাকে ওপরে খুলতে কী হয়েছিল?"

মেয়েটির বাবা লাফিয়ে উঠলেন এবার, "ফের আমার মেয়ের নাম নিয়ে বিদ্রুপ করছ ডেপো ছেলে কোথাকার।"

মেয়েটি বলল, "থেকে থেকে গোটকতক বাঁদর এসে জুটল কামরাটায়।"

বাবলু ওপর থেকে জোড় হাত করে বলল, আপনারা রাগছেন কেন? আমি আপনাদের বলিনি।"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনেই তখন মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

মেয়েটির বাবা বললেন, "শুধু শুধু হাসছ কেন তোমরা? উঃ? অসভ্যের মতো।"

বিলু বলল, "আমরা অন্য ব্যাপারে হাসছি। প্লিজ আপনি কিছু মনে করবেন না।"

"মনে করব না! জানো আমি কে? আমার নাম বিক্রমকেশরী বাড়ুজ্যে। আমি যখন ফরেস্ট অফিসার ছিলুম তখন বনের বাঘ পর্যন্ত ভয়ে আমার ত্রিসীমানায় আসত না। আর তোমরা সব এক ফোটা ফোটা ছেলে, তোমাদের এত সাহস যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসো? তোমাদের মতো ছেলেকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দেওয়া উচিত।" তারপর মেয়েকে বললেন, "একদম তাকাবি না ওদের দিকে। যা হোক দুটো খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়!"

মেয়েটি একবার কটমট করে ওদের দিকে তাকিয়ে উঃ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর মায়ের হাত থেকে খাবারের ডিশটা নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খেতে লাগল একটু একটু করে।

বাবলুরা বাড়ি থেকে খেয়েদেয়েই এসেছিল। তাই ওসব ঝঞ্ঝাটের দরকার হল না। বাবলু বিলু মুখোমুখি বাঙ্কে এবং ভোম্বল নীচের বার্থে শুয়ে পড়ল। বাচ্চু আর বিচ্ছু জানলার ধারে বসে দৃশ্য দেখতে লাগল রাতের প্রকৃতির।

হঠাৎ এক সময় ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এল। তারপর এক সময় থেমে গেল ট্রেন। যেই না থামা, অমনি বাইরে থেকে তিনজন সশস্ত্র যুবক উঠে এল ভেতরে। তারপর ভয় দেখিয়ে শুরু হল ডাকাতি।

বাচ্চু-বিচ্ছু জানলার ধারে একানে সিটে বসেছিল, তাই প্রথমেই নজরে পড়ল তাদের।

বাবলু ওপর থেকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়েই বিলুকে ইশারা করল। বিলু ভোম্বলকে। তিনজনেই উঠে বসল এবার। বাচ্চু-বিচ্ছু তো ভেবেই পেল না এখন তাদের করণীয় কী।

বাবলুদের সামনের সিটের সেই ভদ্রলোক বিক্রমকেশরীবাবু, তার স্ত্রী এবং তাদের সেই আদুরে মেয়েটি আধশোয়া হয়ে ঢুলছিল। ডাকাতের নাম শুনে এবং অন্যান্যদের চেঁচামেচিতে সচকিত হয়ে উঠল তারাও।

বিক্রমবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "কী হয়েছে ভাই? ডাকাত পড়েছে! ইজ দিস ট্রু?"

মেয়েটি বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কী হবে বাবা? আমার যে ভয় করছে!"

ভোম্বল আবার ফিক করে হেসে ফেলল। বিক্রমবাবু চটে উঠে বললেন, "হাউ ডেঞ্জারাস! এই রকম অবস্থাতেও তোমার হাসি পাচ্ছে? তু-তু-তুমি একটা নুইসেন্স।"

বিলু ওপর থেকে বলল, "আপনি যখন আছেন তখন আমাদের আর ভয় কী?"

বিক্রমবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "আ—আ—আমি কী করতে পারি?"

বাচ্চু বলল, "বনের বাঘ যখন আপনাকে দেখে ভয় পায় তখন ডাকাতরাও নিশ্চয়ই ভয়ে পালাবে।"

বিক্রমবাবু আরও রেগে বললেন, "এটা বিদ্রুপ করবার সময় নয়, এখন হচ্ছে জীবনমরণ সমস্যা। জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা, জয় বাবা শনি, জয় বাবা

সত্যনারায়ণ। ষোলো আনা মানসিক বাবা, এ যাত্রা বাঁচিয়ে দাও। ট্রেন থেকে নেমেই পুজো দেব তোমাদের?”

ভদ্রমহিলা বললেন, “ওগো মা গো। কী হবে গো। ওরা যে এই দিকেই আসছে।”

ওপর থেকে বিলু বলল, “কী করা যায় বল তো বাবলু?”

বাবলু বলল, “সবাই ডাটের মাথায় বসে থাক। কেউ ভয় পাবি না।” এই বলে বাবলু একটা গল্পের বই নিয়ে পড়তে থাকার ভান করতে লাগল।

বিলু ওপর থেকে প্রত্যেককে কী যেন সাপ্লাই দিল। বাবলু একবার শুধু বালিশের তলায় হাত দিয়ে দেখে নিল ওর পিস্তলটা ঠিক জায়গায় আছে কি না। বিলুর সাপ্লাই দেওয়া জিনিসগুলো দেখেই বিক্রমবাবু লাফিয়ে উঠলেন, “তো—তো—তোমরাও ডাকাত! ওরে ববাপরে। ট্রেন ভর্তি ডাকাত! কী ঝকমারি করে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম আজ।”

বিলু যেগুলো সাপ্লাই দিল সেগুলো আর কিছুই নয়। একটা করে ধারালো ছোরা। ভোম্বল ছোরাটা লুকিয়ে রেখে বলল, “আঃ! আপনি অমন করছেন কেন? শক্ত হোন। আসুক না ডাকাত। একটা কিছু দেবেন না। সবাই মিলে পেটাব ব্যাটাদের।”

বিক্রমবাবু চোখ-মুখ পাকিয়ে বললেন, “তোমরা হচ্ছ কলকি অবতার। তোমাদের জন্য আমি মরব ধনে প্রাণে। দোহাই বাবা তোমাদের। যা আছে ভালয় ভালয় দিয়ে দিয়ো না হলে তোমরাও মরবে, সেই সঙ্গে আমিও।”

বাবলু চাপা গলায় মেয়েটিকে বলল, “তোমার বাবাকে একটু চুপ করাও না।”

মেয়েটি তখন রুখে দাঁড়িয়ে বলল, “ওরা ঠিকই বলছে বাবা। তুমি অমন করো না। আগে আসতেই দাও না ওদের।”

বলতে বলতেই এসে গেল ওরা। একজন এসে বিক্রমবাবুর দিকে পাইপগান উঁচিয়ে বলল, "আপনাদের কাছে টাকা-কড়ি গয়নাগাটি যা আছে দিয়ে দিন।"

বিক্রমবাবু বললেন, "হ্যাঁ বাবা। সব দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। শুধু প্রাণে মেরো না।" বলেই সর্বাগ্রে সুটকেশটি তুলে দিলেন। তারপর নিজেই স্ত্রীর গলা থেকে হারগাছাটি খুলে চুড়িগুলো খুলতে শুরু করে দিলেন।

মেয়েটি কঠিন চোখে দু' হাতে নিজের গলায় হারটিকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

একজন বলল, "ওটা দিয়ে দাও।"

মেয়েটি বলল, "প্রাণ থাকতে নয়।"

"দিয়ে দাও বলছি।"

বিক্রমবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "দিয়ে দে মা। লক্ষ্মী মা আমার। এদের প্রাণে মায়া-মমতা নেই। তোকে এরা খুন করে ফেলবে।"

মেয়েটি বলল, "ছাই করবে।"

যুবকটি তখন জোর করে মেয়েটির গলা থেকে হারগাছাটা যেই না ছিনিয়ে নিতে যাবে, বাবলু অমনি বাঙ্কের ওপর থেকে তার মুখের ওপর সজোরে মারল এক লাথি। লাথি খেয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে! আর যেই না পড়া অমনি বার্থের তলা থেকে হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। একেবারে বুকের ওপর পা দিয়ে বসে দাঁত কিড়মিড় করে ভয়ানক ভাবে শাসাতে লাগল। ভাবটা এই, ওঠবার চেষ্টা করেছ কী মরেছ।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রত্যেকের হাতের ধারালো ছোরা তখন চকচকিয়ে উঠেছে।

বিলুর সামনে যে দাঁড়িয়েছিল বিলু করল কী বেডকভারটা দিয়ে আচমকা তার গলায় আটকে বাঙ্কের লোহার সঙ্গে বেঁধে ফেলল তাকে।

বাকি ছিল একজন। যেই না সে পাইপগানটা তাগ করতে যাবে বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল সেটা।

ওদিকে বাবলুও তখন পিস্তল বার করেছে।

বেগতিক দেখে চোখের পলকে সে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে বাইরে লাফিয়ে একদম হাওয়া।

কামরার অন্যান্য লোকজন হইহই করে সবাই তখন ছুটে এসেছে।

বাবলু বলল, “যান। এবার আপনাদের ভেতর থেকে কেউ গিয়ে গার্ডকে খবর দিন। ট্রেনে যদি পুলিশের কমপার্টমেন্ট থাকে তা হলে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দিই ওদের।”

বলতে বলতে দেখা গেল কই, কোনখানে? এই কামরায়?’ বলে চার-পাঁচজন পুলিশ নিয়ে গার্ডসাহেব এসে হাজির। আর তাদের পুরোভাগে বিক্রমবাবুর মেয়েটি।

মেয়েটি বলল, “এই যে। এই ছেলেগুলো না থাকলে যে কী সর্বনাশ হত।”

পুলিশ যুবক দু’জনকে গ্রেপ্তার করল।

গার্ডসাহেব বললেন, “তোমরা কে বাবা?”

বাবলু বলল, “আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা।”

“তোমাদের সঙ্গে কুকুর দেখেই বুঝতে পেরেছি যে তোমরা তারাই। এর আগের বারে পুরী এক্সপ্রেসে তোমরা যেভাবে ডাকাত ধরে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলে তা রেল কর্তৃপক্ষের মনে আছে। তোমরা এখন ভারত বিখ্যাত ছেলেমেয়ে। তবে এভাবে যাত্রী গাড়িতে কুকুর আনা তো ঠিক নয়।”

বিক্রমবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, “ঠিকই তো! কী সাংঘাতিক ছেলেমেয়ে সব! একটা নেড়ি কুত্তাকে পর্যন্ত টেনে এনেছে। এদের সবাইকে অ্যারেস্ট করুন স্যার। কোনওরকম ডিসিপ্লিন পর্যন্ত মানে না এরা।”

ভোম্বল বলল, “এই কুকুরটা ছিল বলেই বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।”

“আমরা বিষ্ণুপুর যাব।”

“এর টিকিট আছে?”

বাবলু বলল, “না। কেন না কুকুর না নিয়েই এ যাত্রায় বেরিয়েছিলাম আমরা। একটু আগেও আমি জানতাম না যে কুকুরটা আছে। আমাদেরই এক বন্ধু অনেকক্ষণ থেকেই ফিক ফিক করে হাসছে। এখন বুঝতে পেরেছি ওই সম্ভবত আমাদের না জানিয়ে হোল্ডলে করে মুড়ে নিয়ে এসেছে ওকে।”

গার্ডসাহেব বললেন, “এর জন্যে কিন্তু ফাইন দিয়ে তোমাদের টিকিট করতে হবে। এবং ওকে মাল রাখা বগিতে তুলে দিয়ে আসতে হবে। কারণ দৈবাৎ মোবাইল চেকিং হলে আমি কিন্তু বাঁচাতে পারব না।’

পঞ্চু বসে বসে সব শুনে কী বুঝল কে জানে, একবার শুধু অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ‘ভ্যাক’ করে চেঁচিয়ে রাতের অন্ধকার ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।

গার্ড বললেন, “যাক ও যখন নিজের থেকেই চলে গেছে তখন আর কোনও কিছুর দরকার নেই।” বলে গ্রেপ্তার করা যুবকদুটিকে নিয়ে চলে গেলেন।

ভোম্বল তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলেও যখন পঞ্চুকে দেখতে পেল না তখন শুধু একটা কুই কুই শব্দ শুনতে পেল। শব্দ শুনে নীচে তাকাতেই দেখল পাদানির কাঠে পঞ্চুমশাই দিব্যি আরাম করে শুয়ে আছে।

ট্রেন ছাড়ল।

কামরা-সুদ্ধ লোক সবাই যে-যার জিনিস ফিরে পেয়ে ধন্যবাদ জানাল বাবলুদের।

বিক্রমবাবু আস্ফালন করতে লাগলেন, “নেহাত আমি পিস্তলটা সঙ্গে আনিনি তাই। না হলে এক এক গুলিতে মাথার খুলিগুলো উড়িয়ে দিতাম ব্যাটাদের।”

বিক্রমবাবুর স্ত্রী মুখ নেড়ে বললেন, "থাক! খুব হয়েছে। গোটাকতক ছোটছেলের যা সাহস তোমার তাও নেই। আর একটু হলে তো হার্টফেল করতে।"

বিক্রমবাবু উঃ করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ভোম্বল বলল, "কেন আপনার মেয়েই কী কম? ও যে ভেতরে ভেতরে কখন গিয়ে গার্ডকে খবর দিয়ে এসেছে আমরা তা জানতেই পারিনি।"

বিক্রমবাবুর স্ত্রী বললেন, "বড় দুরন্ত মেয়ে বাবা। এত বড় মেয়ে হয়েছে এখনও দুষ্টুবুদ্ধি গেল না।"

মেয়েটি তখন মনের মতো সঙ্গী পেয়ে বাবলুদের সঙ্গে জোর গল্পে মেতে উঠল। সে রাত্রে একমাত্র বিক্রমবাবু ছাড়া কারও ঘুমই হল না। গল্পে গল্পে ভোর হয়ে এল।

ভোরবেলা বিষ্ণুপুর।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ট্রেন থেকে নেমে রিকশায় উঠল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছুল এসে বাবলুর পিসিমার বাড়িতে। সাবেক কালের ভাঙাচোরা দোতলা বাড়ি। দেখলে, মনে হয় মানুষ থাকে না। সত্যি, পিসিমা যে কী করে এই বাড়িতে থাকেন।

রিকশা থেকে নেমেই বাবলু হাকডাক শুরু করে দিল, "পিসিমা, পিসিমা গো—"

ওপর থেকে সাড়া এল, "কে? কে এলি রে?"

"বলব না। আগে দরজা খোলো।"

একটু পরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন পিসিমা। তারপর অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবলু না?"

"হ্যাঁ পিসিমা।"

বাবলু এবং অন্যান্য সকলেই পিসিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তখন।

পিসিমা বাবলুকে বুকে জড়িয়ে বললেন, "ওরে বাবা, তুই কত বড়টা হয়ে গেছিস রে? তোর বাবা মা কেমন আছে? আয় আয়, ভেতরে আয়।"

বাবলু বলল, "সবাই ভাল আছে।"

পিসিমা বললেন, "ওমা! এই কুকুরটা কোথা থেকে এল?"

বাবলু বলল, "ও আমাদের কুকুর পিসিমা। ওকে আমরা এনেছি। ওর নাম পঞ্চু।"

পঞ্চু দরজা গলে ভেতরে ঢুকেই দরজার পাশে ঘোঁজ মতো জায়গা নিজেই পছন্দ করে নিল।

বাবলু বলল, "তুই নীচেই থাকবি, কেমন?"

পঞ্চু জবাব দিল, "ভৌ ভোঁ।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে পিসিমা বললেন, "সত্যি, তোরা এলি এ যে আমার কী আনন্দ। তোর বাবাকে কত করে বলি, বাবা তো আসে না। আমি একা মানুষ। বুড়ো হয়েছি। আমারও তো তোদেরকে দেখতে ইচ্ছে করে।"

বাবলু বলল, "আসতে তো আমাদেরও ইচ্ছে করে পিসিমা। তাই কোথায় যাই, কোথায় যাই করে তোমার এখানেই চলে এলাম।"

"বেশ করেছিস এসেছিস। যে ক'দিন বেঁচে আছি সময় পেলেই আসবি কেমন?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই বলল, "স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পরেই জায়গাটা আমাদের দারুণ ভাল লেগে গেছে। এবার থেকে আমরা আর কোথাও যাব না। ছুটি পেলেই আপনার এখানে চলে আসব।"

পিসিমা বললেন, "একশো বার আসবি।"

দোতলার বড় একটি ঘরের শিকল খুলে পিসিমা বললেন, "তোরা সব এই ঘরটায় থাকবি।"

বাবলুরা ঘরে ঢুকে খুব খুশি। জানলা দিয়ে চারদিকে চমৎকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে একপাশে ছাদ। ছাদের গায়ে একটা বটগাছের ডাল ঠেকে আছে। কী চমৎকার! ইচ্ছে করলে ডাল ধরেই তরতর করে নীচে নামা যায়। তাই দেখে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন ভরে উঠল। বিকেলবেলা দল বেঁধে বেড়াতে চলল সকলে। প্রথমেই ওরা গেল মদনমোহনের মন্দিরে। এই মন্দিরটি ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ দুর্জন সিংহ তৈরি করেন। বাংলা-চালার ছাদে একটি শিখরবিশিষ্ট ইটের একরত্ন মন্দিরগুলির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। মন্দির দেওয়ালের পোড়ামাটির অলংকরণও দেখবার মতো। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে দেখল।

এর পর ওরা রাধারমণ জিউয়ের চত্বর ঘোরাঘুরি করল। তারপর সবাই গেল লালবাইয়ের নতুন মহলের ধ্বংসস্তুপের কাছে। সেখান থেকে ছোট একটা মালভূমির মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকের দৃশ্য দেখল।

এবার পাথর দরোয়াজা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মল্লরাজ বীরসিংহ এই পাথর দরোয়াজা তৈরি করান। লেটারাইট বা মাকড়া পাথরে তৈরি দুর্গের মতন এই তোরণটি রাজ অন্তঃপুরের উত্তর দিকের প্রধান প্রবেশপথটি রক্ষা করত। এর পাদদেশে প্রবাহিত ছিল একটি জলপূর্ণ পরিখা। রাজার সৈন্যরা এই পাথর দরোয়াজার ভেতর থেকে লুকিয়ে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করত এবং দরকার হলে এখান থেকে গোলাবর্ষণ করত। সেইজন্য এর দেওয়ালের গায়ে বন্দুক বসাবার মতো অনেক ছিদ্র করা হয়েছিল। সে এক দেখবার মতো জিনিস। অনেকক্ষণ ধরে এখানটা ঘুরে-ফিরে দেখল ওরা। লোহার মই বেয়ে পাথর দরোয়াজার ছাদে উঠল।

তারপর লালজি মন্দির হয়ে জোড়বাংলায়! জোড়বাংলা দেখে সকলেরই তাক লেগে গেল। জোড়বাংলা মন্দিরটি মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ (২য়) তৈরি

করিয়েছিলেন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি বাংলা চালের উপর একটি শিখর। এই মন্দিরটি বাংলা পোড়ামাটির মূর্তিশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে (৯৬১ মল্লাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

জোড়বাংলা দেখার পর ওরা গেল লালবাঁধ। বিষ্ণুপুরের নূরজাহান লালবাইকে যেখানে জীবন্ত সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

লালবাঁধ দেখে ওরা চলল দলমাদল কামান দেখতে। দলমাদল কামানটি ইতিহাসবিখ্যাত কামান। এর ওজন প্রায় ৩০০ মণ। ৬৩টি লোহার আংটা ঢালাই করে এই কামানটি তৈরি করা হয়। দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, মুখের ব্যাস ১ ফুট। এটি তৈরি করতে তখনকার দিনে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এই কামান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে! এই কামান দেগেই স্বয়ং ঠাকুর মদনমোহন বর্গীর আক্রমণ থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেন। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বর্গী অধিনায়ক ভাস্কর পণ্ডিত যখন বিষ্ণুপুরের একেবারে দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হন তখন মল্লরাজ ছিলেন গোপাল সিংহদেব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত। তাই প্রতিরোধের চেষ্টা না করে হরিনাম নিয়ে মত্ত থাকেন এবং আদেশ দেন তার অনুমতি না নিয়ে কেউ যেন কামান না দাগে। রাজার আদেশ। কাজেই কী আর করা যায়। প্রজারাও সমবেতভাবে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল। দুদিন গড় অবরোধের পর তিন দিনের দিন দেখা গেল বর্গীরা সব বিষ্ণুপুর ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে বর্ধমানের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় রাত্রে রাজার নিষেধ সত্ত্বেও কয়েকবার তোপধ্বনি শোনা গিয়েছিল। তার এমনই শব্দ যে গোটা বিষ্ণুপুর কেঁপে উঠেছিল সেই শব্দে। সকলের ধারণা বাবা মদনমোহনই সেই তোপ দেগেছিলেন।

যাই হোক, দলমাদলের কাছে এসে ওরা দেখল বিক্রমবাবুর সেই মেয়েটি কামানের ওপর বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে একটা লম্বা আখ দাঁতে করে ছাড়িয়ে চিবেচ্ছিল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই কামানের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে

প্রায় ছুটে ওদের কাছে এগিয়ে এল মেয়েটি, “হ্যাল্লো মি. পাণ্ডব গোয়েন্দা, কী ব্যাপার?”

বাবলু বলল, “কিছুই না। একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।”

মেয়েটি তেমনই আখ ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, “এখানে এসে কী কী দেখলে?”

“অনেক কিছু।”

দুরের কতকগুলি মন্দিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে মেয়েটি বলল, “ওই ভাঙা মন্দিরগুলো দেখছ?”

“না। এই তো সবে আসছি এদিকে।”

“চলো তো। ও মন্দিরগুলো আমারও দেখা হয়নি। একটু দেখে আসি।”

বাবলু বলল, “একটা কথা। তোমার নামটা তো জানা হল না।”

মেয়েটি ঠোট উলটে বলল, “এ হে। নাম নিয়ে কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল ট্রেনের ভেতর। আবার ন্যাকামো।”

বাবলু বলল, “ও নামে ডাকলে তুমি তো রাগ করবে। তাই তোমার ভাল নামটাই বলো।”

মেয়েটি খুশি হয়ে বলল, “গুড বয়। আমার ভাল নাম সুধা।”

বাবলু বলল, “এবার তা হলে আমাদের নামগুলোও জেনে রাখো।”

“তোমাদের নাম আমি জানি।”

“কী করে জানলে?”

“তোমাদের নাম সবাই জানে। আগে কী জানতুম যে তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা। তোমাদের কত গল্পই না পড়েছি। তখন ভাবতাম অরণ্যদেব আর টারজানের মতো ছেলেমেয়েগুলো কি সত্যিই হারতে জানে না? এখন মনে হচ্ছে তোমরা সত্যিই অপরাজেয়। চলো।”

পঞ্চু তখন কুই কুই করে সুধার পায়ে মুখ ঘষতে শুরু করেছে। সুধা বলল, "এই ওকে এ রকম করতে বারণ করো। আমার সুড়সুড়ি লাগছে।"

বাবলু বলল, "পঞ্চু। আবার অসভ্যতা আরম্ভ করেছ?"

পঞ্চু তখন লেজ নেড়ে আগে আগে চলতে লাগল।

সুধাকে নিয়ে পাণ্ডব গোয়ন্দোরা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধের আগেই ফিরে এল।

সারাবেলা ঘোরাঘুরি করে আটটা-নটার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল সকলে।

শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে নানা রকম আলোচনা করতে লাগল। দর্শনীয় স্থান ও সুধাকে নিয়ে অনেক আলোচনাই হল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

রাত তখন কত তা কে জানে। হঠাৎ বাবলুর মনে হল ওদের ছাদের ওপর লুটিয়ে পড়া বটগাছের ডালটা হঠাৎ যেন ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে উঠল। সবাই তখন ঘুমোচ্ছে। বাবলু দরজাটা ফাঁক করে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করল। এমন সময় হঠাৎ যা দেখল তা দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না বাবলু।

দেখল, একটা বীভৎস চেহারার কঙ্কাল ছাদ পার হয়ে গাছের ডাল বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

মুহুর্তের জন্য ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলে বাবলুর। পোড়ো ও ভাঙা বাড়িতেই এই সবের আবির্ভাব হয়। পিসিমার এই বাড়িও প্রায় সেই পর্যায়ের। কাজেই এখানে এসবের আগমন হওয়া এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। তবে ওর বিজ্ঞানসম্মত মন যে জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিরকাল বিতর্ক করে এসেছে, আজ তারই বাস্তব দৃশ্য ওকে স্তব্ধ করে দিল। একবার ভাবল সকলকে ডেকে তুলে ব্যাপারটা বলে। পিসিমাকে ডাকে। আবার ভাবল, না থাক। যা ও নিজে

দেখেছে তা দেখেছে। অযথা ওদের মনেও অকারণ ভয়ের সঞ্চার করিয়ে লাভ নেই। বিশেষ করে বাচ্চু-বিচ্ছু বড়ই ছোট। ওরা নির্ঘাত ভয় পাবে। বাবলু দরজাটা বন্ধ করে দরজায় পিঠ রেখে ঘামতে লাগল।

সকালে উঠে খেতে বসে বাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার গো বাবলুদা? তুমি হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?"

বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। আমিও লক্ষ করেছি। বাবলুদা যেন কী রকম হয়ে গেছে।"

বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে? কোনও রহস্যের গন্ধ পেলি?"

বাবলু অন্যমনস্কর মতো বলল, "উঁহু? না কিছু নয়।"

ভোম্বল বলল, "কিছু না তো অমন বেকায়দা মেরে গেলি কেন?"

বাবলু বলল, "একটা কথা চিন্তা করছি।"

বিলু বলল, "কী কথা?"

"পরে বলব। এখন এ নিয়ে মাথা ঘামাস না।"

চা খাওয়া শেষ করে সকলকে নীচে নামতে বলে বাবলু পিসিমার ঘরে গেল। পিসিমা তখন উনুনে আঁচ দিয়ে রান্নার আয়োজন করছিলেন।

বাবলু বলল, "আচ্ছা পিসিমা, কাল রাত্রে তুমি কি কিছু দেখেছ?"

পিসিমা অবাক হয়ে বললেন, "আমি ! কই, না তো।"

বাবলু ফিরে আসছিল।

পিসিমা ডাকলেন, "বাবলু?"

বাবলু ঘুরে তাকাল।

পিসিমা বললেন, "কেন বল তো?"

"কী জানি। কেন জানি না আমার মনে হল কাল যেন কেউ এসেছিল।"

"কে এসেছিল ?"

"তা জানি না।" .

পিসিমা এবার ভারী গলায় বললেন, "রাত-ভিত একা বেরোবি না কেউ। আমি তো পাশের ঘরেই থাকি। দরকার হলে আমাকে ডাকবি। কেমন?"

বাবলুর সন্দেহ আরও গাঢ় হল। সে আচ্ছা বলে নেমে এল নীচে। তারপর সবাইকে সঙ্গে করে ঘুরে বেড়াতে লাগল—মাঠে-মন্দিরে-জঙ্গলে।

ঘুরতে ঘুরতে আবার দেখা হয়ে গেল সুধার সঙ্গে। সুধা তখন একটি পোড়ামাটির পুতুলের দোকানে মা-বাবার সঙ্গে কেনাকাটা করছিল।

বাবলুদের দেখেই হাত নাড়ল সুধা।

বাবলুরাও হাত নেড়ে এগিয়ে এল তাই।

সুধা ওর বাবাকে বলল, "বাবা, সেই ছেলেগুলো।"

বিক্রমবাবু একবার তাকিয়ে দেখলেন বাবলুদের দিকে। তারপর বললেন, "মুখ ঘুরিয়ে নে। একদম তাকাবি না ওদের দিকে।"

"না, না। ওদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে আমার। খুব ভাল ছেলে ওরা।"

মা বললেন, "এর মধ্যে আলাপ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। কেনাকাটা করে তোমরা ঘরে যাও। আমি ওদের সঙ্গে যাই।"

বিক্রমবাবু বললেন, "না, ওই সমস্ত ডেপো ছেলেদের সঙ্গে তোমাকে যেতে আমি দেব না। উঃ! কী সাংঘাতিক ছেলেরে বাবা। বেড়াতে এসেছে, কোথায় ছুরি, কোথায় কুকুর সব নিয়ে এসেছে।"

মা বললেন, "নিয়ে এসেছিল বলেই বেঁচেছ এ যাত্রা। না হলে যা তুমি দেখালে।"

বিক্রমবাবু বললেন, "দেখালুম মানে? কী কী কী—কী দেখিয়েছি আমি?"

সুধা বলল, "তোমরা ঝগড়া করো, আমি চললাম। আমার ফিরতে দেরি হবে।" বলে কারও অনুমতির অপেক্ষা না করেই বাবলুদের সঙ্গে এসে জুটল সুধা। তারপর দল বেঁধে হই হই করতে করতে চলল।

মনোরম উপত্যকার মতো একটা রাঙা মাটির ঢাল পেরিয়ে ওরা নতুন মহলের ধ্বংসস্তূপের কাছে এসে হাজির হল। কী মনোরম জায়গা। চারদিকে ঘন বনজঙ্গল। তারই আড়ালে সেই ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ।

কী একটা গাছের ডালে পাখি ডাকল একটা। বিলুটিল মেরে উড়িয়ে দিল। একটা বটের ঝুরি ঝুলছিল। সুধা সেটা ধরে একটু দোল খেল। বাচ্চু, বিচ্ছু আর ভোম্বল ফণীমনসার জঙ্গলে ফড়িং প্রজাপতি ধরতে ব্যস্ত হল। সুধাও অমনি ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল ওদের সঙ্গে। বাবলুই শুধু নিজের মনে সেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে রইল প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতো।

এমন সময় পঞ্চু হঠাৎ গর গর গো গো করে অদূরে এক জায়গায় মাটি আঁচড়াতে লাগল। জায়গাটা দেখেই বাবলুর কেমন যেন সন্দেহ হল। সে এদিকে ওদিকে চেয়ে কেউ দেখছে কিনা দেখে এগিয়ে গেল সেখানে। গিয়েই যা দেখল তাতে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। দেখল কিছু বুনো ঝোপের আড়ালে একটি সুড়ঙ্গ-মুখ। বাইরে থেকে সহসা বোঝবার উপায়ই নেই। সেটা দেখেই পঞ্চুকে টেনে আনল সে।

ততক্ষণে ভোম্বল এসে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, “কী রে বাবলু, পঞ্চু গর গর করছে কেন?”

বাবলু বলল, “ও কিছু না। একটা সাপ দেখেছে। পালিয়ে আয়।”

ভোম্বলকে আসতে দেখে সুধাও এগিয়ে এল। পঞ্চুর গোঁ গোঁ শব্দে প্রজাপতি ধরার ফাঁকেই সে দূর থেকে বাবলুর গতি লক্ষ করেছিল। তারপর ডালপালা সরাতেই দুরে থাকলেও সুড়ঙ্গ-মুখ নজরে পড়েছিল তার কাজেই বাবলু এড়িয়ে যেতেই সুধা মুখ টিপে হেসে নিজের মনেই ঘাড় নাড়ল। সে ঘাড় নাড়ার মানে, বুঝেছি বাছাধন। ঠিক কোনও একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছ তুমি। আমার চোখকে ফাঁকি দেবে?

বাবলুরা আর সেখানে রইল না। দল বেঁধে যেমন এসেছিল ঠিক সেইভাবেই ফিরে এল তারা। আসবার সময় সুধা বারবার লক্ষ করল বাবলু কেমন যেন হঠাৎ বেশি মাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

সন্ধে উত্তীর্ণ হবার পর বাবলু কাউকে কিছু না বলে, শুধুমাত্র পঞ্চুকে নিয়েই আবার সেই নতুন মহলের দিকে চলল। শহরের উপকণ্ঠে ভাঙা পরিখা ও গড় পেরিয়ে নিঃশব্দে বাবলু আর পঞ্চু যখন সেই বনভূমির কাছে এসে পড়ল তখন হঠাৎ কে যেন ডাকল ওকে, “বাবলু?”

বাবলু ফিরে দেখল, সুধা।

বলল, “এ কী! তুমি এখানে?”

“এভাবে একা কোথায় যাচ্ছ?”

“কোথাও না।”

“আমিও যাব।”

“না। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমার যাওয়া চলে না।”

“আমি যাবই। আমাকে সঙ্গে যেতে না দিলে তোমাকেও আমি যেতে দেব না।”

“কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?”

“আমি জানতাম, তুমি আজ যখন হোক একবার এখানে আসবে। তাই আমি লুকিয়ে তোমার পিছু নিয়েছি।”

“তোমার সাহস তো কম নয়।”

“আমাকে তুমি যা তা মেয়ে বলে মনে কোরো না। আমি অত্যন্ত অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। ট্রেনে তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখার পর থেকে তোমাদেরকে যে আমার কী ভাল লেগেছে তা বলে বোঝাতে পারব না। আজ সকালে যখনই তুমি সুড়ঙ্গ-মুখটাকে আবিষ্কার করেছ তখন থেকেই ওর ভেতর কী আছে তা দেখবার জন্য ছটফট করেছে আমার মন। আর তুমি যখন ওটার

দিকে খুব একটা গুরুত্ব দিলে না তখনই বুঝেছি, যখনই হোক একা তুমি এখানে একবার আসবেই। তাই সারাদিন আমি নজর রেখেছিলাম তুমি আসো কি না দেখবার জন্য।"

বাবলু একটু হেসে বলল, "নাঃ! তুমি দেখছি সত্যিই যা তা মেয়ে নও। চলো, তবে খুব সাবধানে। একদম যেন কথা বলো না। ভেবেছিলাম এবারে আর কোনও ঝামেলায় জড়াব না। কিন্তু কেন জানি না, ওই সুড়ঙ্গটা আমাকে বড় বেশি ভাবিয়ে তুলেছে।"

ওরা দু'জনে নীরবে পথ চলতে লাগল। পঞ্চুও চলল পিছু পিছু এক সময় বাবলুই চাপা গলায় বলল, "তুমি যে এ ভাবে চলে এলে, তোমার মা-বাবা খুঁজবে না? বলে আসোনি নিশ্চয়ই।"

"বলে এলে কী আসতে দিত? লুকিয়ে এসেছি। মা-বাবা আমাকে একদম এঁটে উঠতে পারে না। কারও কথা শুনিই না আমি।"

বাবলু হঠাৎ হিসস করে উঠল।

পঞ্চুও তখন থমকে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে শুরু করেছে। বাবলু শক্ত করে চেপে ধরল পঞ্চুকে। যাতে সে হঠাৎ কোনওরকম চেঁচিয়ে না ওঠে। সুধাও স্তব্ধ হয়ে বাবলু আর পঞ্চুর পাশে সরে এসে দাঁড়াল। সুধার চোখেও পাতা পড়ছে না তখন।

ওরা বিস্মিত হয়ে দেখল নতুন মহলের পিছন দিকে যে ফণীমনসার বন আছে সেখান থেকে চারটে কঙ্কাল বেরিয়ে এসে সেই সুড়ঙ্গ-মুখের ঝোপ সরিয়ে সুড়ঙ্গর ভেতর ঢুকে গেল।

চারদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। বাবলুর হাতের টর্চ হাতেই রইল। সুধা ওর জামায় টান দিয়ে চাপা গলায় বলল, "পালিয়ে চলো বাবলু। আর এখানে থাকা উচিত নয়। যত সব ভূতের উপদ্রব।"

বাবলু কোনও কথা না বলে ফিরে এল।

গভীর রাত। আজ ইচ্ছে করেই ঘুমোয়নি বাবলু। কালকের মতো আর কারও আবির্ভাব হয় কিনা দেখবার জন্যই সে জেগে শুয়ে ছিল। এক সময় হঠাৎ খুপ করে একটা শব্দ। কে যেন লাফিয়ে পড়ল ছাদে। বাবলু আস্তে আস্তে উঠে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে রইল বাবলু।

একটা চাপা গলার স্বর ওর কানে এসে এল, "এখনও তুমি জেদ ধরে বসে আছ বুড়ি? বলো ম্যাপটা তুমি দেবে কি না ?"

পিসিমার ভয়ার্ত চাপা করুণ স্বর শোনা গেল, "তোমাদের কতবার বলব আমি কিছুই জানি না। গোটা ঘর তো তোমরা তন্ন তন্ন কোরে খুঁজেছ। তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"দেখ বুড়ি, আমাদের বোকা বোঝাবার চেষ্টা করো না। আমরা এই কদিন এখানে যাতায়াত শুরু করার পরই এই ছেলেমেয়েগুলো এসে হাজির হয়েছে এখানে। ব্যাপারটা কি? তুমি নিশ্চয়ই এদের হাত দিয়ে এটাকে পাচার করতে চাও?"

পিসিমা বললেন, "না না, ওরা এমনই এসে পড়েছে। তা ছাড়া এর আগেও তো মাঝে মাঝে আসতে তোমরা। পাচার করবার হলে তখনই করতুম।"

"বেশ। যখন বলবেই না তখন দেখ কথা আমরা বার করতে পারি কিনা। বড়ছেলেটা কে হয় তোমার?"

"আমার ভাইপো।"

"কালই ওকে গুম করে দিচ্ছি। তার পরেও যদি না দাও তো কাটামুণ্ড তোমাকে উপহার দিয়ে বরাবরের জন্যে চলে যাব আমরা।"

পিসিমা কেঁদে বললেন, "দোহাই তোমাদের, দুটি পায়ে পড়ি। ও কাজ কোরো না। আমি জানিই না কোথায় কী আছে।"

"আচ্ছা, জান কি না জান দেখছি।" বলেই দ্রুত চলে গেল সে। দরজাটা সামান্য ফাঁক করতেই বাবলু দেখতে পেল কাল রাতের সেই কঙ্কালটা ছাদের ওপর নুয়ে পড়া গাছের ডাল ধরে নেমে গেল নীচে।

দরজা ভেজিয়ে বাবলু এসে শুয়ে পড়তেই বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো বাবলু?"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কীসের কী?"

ভোম্বল অমনই ঝেড়ে উঠে বসে দেশলাই জ্বেলে বাতিটা ধরিয়ে বলল, "আমাদের কাছে চাপতে হবে না। আমরা সব শুনেছি। মনে হচ্ছে পিসিমা কোনও একটা চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়েছেন।"

বাবলু বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

বাচ্চু বলল, "তুমি বোধহয় কাল থেকেই কিছুটা আঁচ করতে পেরেছ না বাবলুদা?"

"হুম।"

বিচ্ছু বলল, "কাল তুমি সারাদিন খুব অন্যমনস্ক ছিলে।"

"হ্যাঁ ও কালও এসেছিল।"

বিলু বলল, "এ কথা তুই বলিসনি কেন আমাদের?"

"তার একটা কারণ ছিল। কাল ওকে দেখে আমি সত্যিকারের ভূত মনে করেছিলাম। পাছে তোরা ভয় পাস, এখানে থাকতে না চাস তাই তোদের কাছে বলিনি। আজ সকালে নতুন মহলের কাছে একটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছি আমি।"

ভোম্বল বলল, "কখন? সেই যখন পঞ্চু গোঁ গো করছিল তখন?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ও সাপ দেখে চেঁচায়নি?"

"না। তারপর সন্ধেবেলা তোদের না জানিয়ে আমি সেই সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে গিয়েছিলাম, ওখানে কোনও ডাকাতের ঘাটি আছে কিনা দেখতে। আমাদের

সঙ্গে সুধাও ছিল। সেখানেও আমরা চার-পাঁচটা কঙ্কালকে সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকতে দেখি। তখন আমি ওদের ভূতই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন সেই কঙ্কালদেরই একজনকে দেখে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল যে এরা মোটেই ভূত নয়। আসলে ভূতের চেয়েও অদ্ভুত জীব করা। এরা ডাকাত।”

এমন সময় দরজা খুলে গেল।

পিসিমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, “এত রাতে আলো জ্বেলে কী করছিস তোরা? আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়।”

বাবলু বলল, “একটু আগে ও কে এসেছিল পিসিমা?”

পিসিমা অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, “কই কে? কে আসবে? কেউ তো না।”

“আমরা সব শুনেছি।”

“শুনেছিস তো শুনেছিস। শুয়ে থাক চুপ করে।”

পিসিমা দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। ওরাও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে একে একে এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল সকলে। শুধু বাবলুর চোখেই যা ঘুম এল না। ছদ্মবেশী লোকটার সেই কথাগুলো বার বার ওর কানের কাছে বাজতে লাগল।

সকালে চা জলখাবার খেতে বসে কারও মুখে একটি কথাও সরল না। পিসিমাও এটা ওটা সেটা খুঁটিনাটি কাজ করতে করতে বললেন, “তোরা একটু সাবধানে চলাফেরা করিস বাবা। এ জায়গা ভাল নয়।”

বাবলু বলল, “আচ্ছা পিসিমা, ও লোকটা কে? ও অমন ছদ্মবেশেই বা আসে কেন?”

“কার কথা বলছিস?”

“আমি সব দেখেছি পিসিমা। আমাকে লুকোতে পারবে না? কী চায় ও?”

পিসিমা চোখের জল মুছে বললেন, "যা আমার কাছে নেই তাই ওরা চায়। সে সব তুই শুনে কী করবি? আমার জীবন ওষ্ঠাগত করে তুলেছে ওরা।"

"সে আমরা বুঝেছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী আমাদের কাছে খুলেই বলো না। চেষ্টা করে দেখিই না যদি আমরা কিছু করতে পারি।"

"না না। ওরা বড় সাংঘাতিক। তার চেয়ে তোরা বরং কলকাতায় ফিরে যা।"

"বেশ তাই যাব। কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে কী ওরা জানতে চায়? আর একটা ম্যাপের কথাও কানে এল, কীসের ম্যাপ সেটা?"

পিসিমা এবার কাছে এসে বললেন, "শুনবি তবে? শোন। বিষ্ণুপুরে এসে তোরা লালবাঁধ দেখেছিস তো? লালবাইয়ের নতুন মহলও দেখেছিস?"

বিলু বলল, "লালবাই কে ছিল পিসিমা?"

পিসিমা বললেন, "ওমা! তাও জানিস না? কী পড়ায় তবে তোদের ইস্কুলে? বাঙালির ছেলে বাংলার ইতিহাস না জানলে লোকের কাছে পরিচয় দিবি কী করে?"

বাবলু বলল, "নিজের দেশকে ভাল করে চেনবার মতো কোনও ইতিহাস আমাদের পড়ানো হয় না পিসিমা।"

পিসিমা বললেন, "মুখে আগুন। যাক তবে শোন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে বাংলার ইতিহাস শুনতে লাগল। ওদের মন চলে গেল ইতিহাসের বিগত শতাব্দীর অধ্যায়ে।

পিসিমা বলে চললেন, "আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার কথা। বিবিবাজারের এক বাদি ছিল লালবাই। মহারাজ রঘুনাথ সিংহ রাজনগর দুর্গ লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন সমেত লালবাইকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন। পত্নী চন্দ্রপ্রভার আকর্ষণও রঘুনাথের কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়ে যবনি লালবাইয়ের নাচগানের কাছে। বিষ্ণুপুরের উপকণ্ঠে লালবাইয়ের নতুন মহল নির্মাণ করে

দিনরাত তিনি সুরা ও সংগীতে ডুবে থাকতেন। লালবাই নৃত্যের তালে তালে রঘুনাথকে এমনভাবে মাতিয়ে দিয়েছিল যে এই হিন্দু রাজার কাছে প্রজাদের সুখ-শান্তি পর্যন্ত অতি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

একদিন নতুন মহলের জলসাঘরে নাচ শেষে লালবাই বলল, "মহারাজ! আপনার গোপাল সিংহের জন্মদিনে সারা বিষ্ণুপুরকে আপনি যেভাবে মাতিয়ে দিয়েছিলেন আমার সন্তানের জন্মদিনেও সেরকম উৎসব হবে তো?"

রঘুনাথ বলেছিলেন, "হ্যাঁ। তার থেকেও অনেক বড় উৎসব হবে এবার। কেন না তোমার সন্তান যে আমার সন্তান ।"

"কিন্তু প্রজারা যে সবাই আমার ওপরে অসন্তুষ্ট। আপনার রানি চন্দ্রপ্রভা যে আপনার ভাইকেই বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাতে চান। আমি বাঁদি যবনি নর্তকী বলে আমার সন্তানকে যে স্বীকার করে না কেউ। "

রঘুনাথ বললেন, "তোমার সন্তানকে অস্বীকার করা মানে আমাকেই অস্বীকার করা। আমি এখনই সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি আমার সন্তানের জন্মদিনে বিষ্ণুপুর যদি উৎসবের সাজে সেজে না ওঠে, যদি এখানকার নিমন্ত্রণে কোনও প্রজা না আসে তবে তাকে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করব।"

এ খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। অনুজ কিশোর গোপালসিংহকে বুকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন রঘুনাথ পত্নী চন্দ্রপ্রভা, "না না। এ হতে পারে না। এ অনাচার। ওই যবনপুত্র বড় হলে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসবে। এ হতে নেই। হতে দেওয়া যায় না।"

প্রজারা দলে দলে কুলগুরু জ্যোতিষাচার্যের কাছে গেল, "গুরুদেব। রঘুনাথের আদেশ শুনেছেন তো? এখন বিষ্ণুপুরকে বাঁচাতে গেলে লালবাইকে হত্যা করতে হয়।"

জ্যোতিষাচার্য বললেন, "না। তাতে বিপদ আছে। হাবসি সুলেমান খাঁর নজর আছে লালবাইয়ের দিকে। লালবাই তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে তার পুত্র

বড় হলে যাতে সে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসে। এক্ষেত্রে লালবাইকে হত্যা করলে সুলেমান খাঁ রেগে যাবে। দিল্লির সাহায্য নিয়ে বিষ্ণুপুরকে শ্মশান করে দেবে সে। দেখছি আমি কী করে কী করতে পারি।”

প্রজারা চলে গেলে জ্যোতিষাচার্য চন্দ্রপ্রভার কাছে গিয়ে বললেন, “মা, দেশের আজ বড়ই দুর্দিন। মহারাজ রঘুনাথ লালবাইয়ের সন্তানের জন্মদিনে বিষ্ণুপুরের প্রতিটি লোককে নিমন্ত্রণ গ্রহণে বাধ্য করছেন!—তারপর মিথ্যে করে বললেন, আমি জানতে পেরেছি এই নিমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সকলকে নিষিদ্ধ মাংস খাইয়ে ধর্মনষ্ট করতে চলেছেন তিনি। তুমি এর একটা বিহিত করো মা। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে ওরা তোমার গোপালকেও (পুত্রবৎ দেবর) হত্যা করবার চেষ্টা করছে।”

চন্দ্রপ্রভা তখন উদ্যানে তির-ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করছিলেন। সব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, “আপনি যান। দেখছি আমি কতদূর কী করতে পারি।”

এই বলে দ্রুত নিজের মহলে এসেই থমকে দাঁড়ালেন চন্দ্রপ্রভা। দেখলেন রঘুনাথ স্বয়ং সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। অদূরে দাসী সুরঞ্জাক্ষী।

সুরঞ্জাক্ষীকে কী যেন বললেন রঘুনাথ। সুরঞ্জাক্ষী মাথা নত করে সরে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে কিশোর গোপালসিংহ তখন ছুটে এল রঘুনাথকে দেখে। রঘুনাথ তার দিকে হাত বাড়াতেই চন্দ্রপ্রভার বিষাক্ত তির বিদ্ধ হল রঘুনাথের পিঠে। রঘুনাথ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন।

ছুটে গেলেন চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথ ছটফট করতে করতে বললেন, “তুমি—তুমি আমাকে হত্যা করলে চন্দ্রপ্রভা? আ—আমি।” আর কিছু বলতে পারলেন না রঘুনাথ। যন্ত্রণায় ছটফট করে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন।

দাসী সুরঞ্জাক্ষী বলল, “এ কী করলেন দেবী? উনি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন।”

চন্দ্রপ্রভা বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কী! আমি যে মনে করেছিলাম উনি গোপালকে হত্যা করতে এসেছিলেন।"

"না দেবী না! উনি অনুতাপে কাঁদছিলেন। গোপালকে উনি বুকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলেন।"

পতিঘাতিনী সতী চন্দ্রপ্রভা রঘুনাথের পায়ে লুটিয়ে পড়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রঘুনাথের মৃত্যুসংবাদ পেতেই প্রজারা ধন্য সতী চন্দ্রপ্রভা, ধন্য বিষ্ণুপুর বলে চেঁচাতে লাগল। তারপর বলল—যার জন্য রঘুনাথকে জীবন দিতে হল সেই লালবাইয়ের রক্তে লালবাঁধের জল লাল করে দেব আমরা বলেই উর্ধ্বশ্বাসে দলে দলে ছুটল সকলে নতুন মহলের দিকে।

খবর লালবাইয়ের কাছেও গেছে। আপন সন্তানকে বুকে নিয়ে লালবাই ছুটে গেল হাবসি সুলেমানের কাছে, "আমাকে বাঁচাও সুলেমান। আমার সন্তানকে বাঁচাও। বিষ্ণুপুরের প্রজারা আমাকে ধ্বংস করতে ছুটে আসছে।" -

সুলেমান বললেন, "আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোমার গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেব না লালবাই। এসো তুমি।" বলে তার সুশিক্ষিত তেজি ঘোড়ার পিঠে লালবাইকে নিয়ে চেপে বসলেন সুলেমান। লালবাই এক হাতে আপন সন্তানকে বুকে চেপে অপর হাতে সুলেমানকে শক্ত করে ধরে রইল। ঝড়ের বেগে ছুটে চলল সুলেমানের ঘোড়া। কিন্তু প্রজারা তখন বিষ্ণুপুরের বাইরে যাওয়ার সিংহ দরোয়াজ বন্ধ করে দিয়েছে। দলে দলে জনতা ছুটে আসছে ওদের আক্রমণ করতে।

থমকে দাঁড়ালেন সুলেমান। বললেন, "খবরদার বলছি। এক পাও এগোবে না কেউ।" কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা তিরের কাছে সুলেমানের তরবারি কিছুই করতে পারল না। এক সঙ্গে কয়েকটি তির এসে বিধল সুলেমানের সর্বাঙ্গে। রক্তাক্ত সুলেমান লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। এগিয়ে এলেন জ্যোতিষাচার্য। হাত নেড়ে জনতাকে তির নিক্ষেপ বন্ধ করতে বললেন। আপন

সন্তানকে বুকে নিয়ে লালবাই তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সশস্ত্র জনতা তাকে ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে। সেই জনতার হাতে লৌহশৃঙ্খলে বন্দি হল লালবাই। বুকের সন্তান বুক থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল।

জ্যোতিষাচার্য বললেন, "লালবাইকে তিল তিল করে মরতে দাও। ওকে এখনই শেষ করে ফেল না। যে ময়ূরপঙ্খীতে করে লালবাঁধের জলে রঘুনাথের সঙ্গে নৌবিহার করত এই পাপিষ্ঠা নারী সেই ময়ূরপঙ্খী সমেত ওকে লালবাঁধের জলে ডুবিয়ে মারো। ওকে সলিল সমাধি দাও।"

জ্যোতিষাচার্যের আদেশ পালিত হল। লৌহশৃঙ্খলে বন্দিনী লালবাইকে ময়ুরপঙ্খীতে করে নিয়ে যাওয়া হল লালবাঁধের কাজল কালো জলের মাঝখানে। লালবাই চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, "আমাকে তোমরা যে ভাবে পার মেরে ফেল কিন্তু আমার সন্তানকে রক্ষা করো তোমরা। ও নিরপরাধ। ও তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করেনি।"

ময়ুরপঙ্খীর তলায় ছিদ্র করা ছিল। সেই ছিদ্রের ঢাকা খুলে নিয়ে ডাঙায় চলে এল জনতা। সকলের উল্লসিত চোখের সামনে লালবাইকে নিয়ে ডুবে গেল ময়ূরপঙ্খী।

জ্যোতিষাচার্য তখন লালবাইয়ের সন্তানকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, "না। তোমাকে মারব না। তোমাকে আমি রক্ষা করব। লালবাইয়ের সন্তান হলেও রঘুনাথের রক্ত বইছে তোমার শরীরে। তুমি থাকবে।"

এদিকে লালবাইয়ের জীবনাবসান হল। ওদিকে শ্যামবাঁধের পাড়ে চন্দনকাঠের চিতায় চন্দ্রপ্রভাও রঘুনাথের সঙ্গে সহমরণে গেলেন।

ক্ষিপ্ত জনতা তখন লালবাইয়ের নতুন মহল ধ্বংস করতে লেগে গেল। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য!" এই পর্যন্ত বলে পিসিমা থামলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে শুনছিল এতক্ষণ। এমনকী পঞ্চুও পিসিমার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল চুপ করে।

পিসিমা বললেন, “তারপর? তারপর ইতিহাস শেষ। অনেক অনেক বছর পার হয়ে গেল। নতুন মহলের ধ্বংসস্তূপ আগাছায় ছেয়ে গেল। ইতিহাসের নিদর্শন দেখতে দলে দলে লোক আসে এখন বিষ্ণুপুরে। তোর পিসেমশাইও সরকারের কাজ নিয়ে নানা রকম গবেষণা করতে লাগলেন এই সমস্ত প্রাচীনত্বের। নতুন মহলের চোর-কুঠরিতে লালবাইয়ের যে ধনসম্পদ ছিল তাও তিনি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, “পেয়েছি। পেয়েছি। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তবে নতুন মহলের ধ্বংসস্তূপে কোথায় যে আছে সেই ধনরাশি তা আমি জেনে ফেলছি।” এই বলে দিন রাত তিনি নতুন মহলের অভ্যন্তরে তার আবিষ্কারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন কে বা কারা তাকে খুন করল। তারপর থেকে ওই লোকগুলো মাঝে মাঝে আসে আর বলে, “তোমার স্বামী আমাদের ধাপ্পা দিয়েছে। শিগগির বলো, তার কাগজপত্তর, ম্যাপ কোথায় আছে। সে আমাদের জাল ম্যাপ দিয়েছে।”—এই পর্যন্ত বলে পিসিমা আঁচলের খুঁট দিয়ে নীরবে চোখের জল মুছলেন।

“তা বাপু আমি জানিনা। তবে একটা খাতায় রোজ কী সব যেন লিখতেন। আমি লেখাপড়া জানি না তাই ওসব বুঝিও না। তবে সে খাতাটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। মুখপোড়াদের দেখাইনি। দেখলেই চাইবে। কিন্তু ও কি আমি দিতে পারি?”

বাবলু আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, “আছে? আছে সেটা ?”

“হ্যাঁ। দেখবি? আয় তবে।”

বাবলুরা সকলেই তখন পিসিমার ঘরে চলল। পিসিমা খাটের বিছানা সরিয়ে তার নীচের ডালা তুলে একটা মোটা খাতা বার করে দেখালেন। তাতেই লেখা ছিল সব কিছু। শেষ দিনের ডায়রিটা পড়েই আনন্দে নেচে উঠল বাবলু। তাতে লেখা ছিল—আমি জানি আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। কেন না লালবাই

পালাবার সময় তার অতুল ধনরাশির কিছু বাক্স ভর্তি করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব বুঝে সেটা ফেলে রেখেই তাকে চলে যেতে হয়। যাওয়ার সময় সেটা চোর-কুঠরিতে রেখে যায়। তার সন্ধান এবং সেই ধনরাশির খোঁজ আমি পেয়েছি। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি আমার দলের লোকেরা এর সন্ধান পেলেই আমাকে হত্যা করবে। এরই মধ্যে আমার পিছনে লোক লেগে গেছে। আমি তাদের একটা জাল ম্যাপ একে মিথ্যে বলে ভুল নিদর্শন দিয়েছি। আমার ইচ্ছা আমি গোপনে সেটি উদ্ধার করে সরকারের হাতে তুলে দেব। আমার ডায়রিতে আসল ম্যাপ আঁকা রইল। যদি আমি এ রত্ন উদ্ধার করতে না পারি আমার বংশের কেউও যদি এটা উদ্ধার করে তবে আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সফল হবে। আমার আত্মাও শান্তিলাভ করবে।

ডায়রিটা বুকে জড়িয়ে বাবলু বলল, “এ রত্ন আমরাই উদ্ধার করব। শুধু করব নয়। এ কাজ আমাদের করতেই হবে।”

পিসিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

নতুন মহলের ধ্বংসস্তুপের কাছে সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে কিছুক্ষণ পরেই বাবলুকে আবার দেখা গেল। সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে অনেকক্ষণ ধরে ওঁত পেতে বসেছিল বাবলু। বসে বসে ভাবছিল এর ভেতর একেবারে ঢুকে দেখবে কিনা। পঞ্চুকে ইচ্ছে করেই আনেনি। কেন না যদি কোনওরকম চেঁচামেচি করে বসে তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ বসে বাবলু কাউকে যখন ঢুকতে বা বেরোতে দেখল না তখন সাহস করে নিজেই এগোতে লাগল সুড়ঙ্গের দিকে। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা দড়ির ফাঁস এসে লাগল বাবলুর গায়ে। তারপরেই হেঁচকা টানে কে যেন টেনে ধরল বাবলুকে। ফাঁসটা মাথা গলে দেহের উপরিভাগে শক্ত হয়ে বসে গেছে। কী মোক্ষম আটুনি। দুটো হাত পর্যন্ত নাড়তে পারল না বাবলু।

একজন ভয়ংকর চেহারার লোক এবার এগিয়ে এল বাবলুর কাছে। বলল, “ভায়া যে? বুড়ির কে হও তুমি? ভাইপো? আমাদের সর্দারের হুকুম তোমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এত সহজে শিকার যে হাতের মুঠোয় এসে যাবে তা ভাবতেও পারিনি।”

বাবলু একটু ভয় পেয়ে গেল এবার। বলল, “কিন্তু আমি তোমাদের কী করেছি? আমাকে বাঁধলে কেন?”

লোকটা বলল, “তার আগে বলো তুমি এখানে কী করতে এসেছিলে?”

বাবলু বুদ্ধি করে বলল, “শুনেছি এই জঙ্গলে ভূত আছে। তাই দেখতে এসেছিলাম।”

লোকটি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল এবার। বলল, “তা ভূত কি দিনের বেলায় দেখা যায়? ভূত দেখতে গেলে রাত্তির বেলা আসতে হয়। যাক, ভাগ্যে তুমি ভূত দেখতে এসেছিলে। তাই তো তোমাকে পেয়ে গেলাম। এখন চলো। ”

“না যাব না। আমাকে ছেড়ে দাও।”

“আরে দেব দেব। শুধু তোমার পিসিমার কাছ থেকে একটা ম্যাপ আদায় করবার জন্য তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাজ হয়ে গেলেই তোমাকে ছেড়ে দেব।” এই বলে বাবলুকে ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগল লোকটা।

এমন সময় হঠাৎ উহু-হু করে মাথায় হাত দিয়ে লাফিয়ে উঠল সে। বেশ বড়সড় একটা কিছু কে যেন ছুড়ে মেরেছে লোকটিকে। কে কী মারল বাবলুর তা দেখবার সময় নেই। লোকটি বাবলুকে ছাড়তেই বাবলু কোমর থেকে ছোরাখানা বার করে, দড়ির বাঁধন কেটে ফেলল। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে দে দৌড়।

যে লোকটির মাথায় আঘাত লেগেছিল তার কপাল কেটে তখন গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। বাবলুকে ছুটতে দেখেই সে আবার নতুন উদ্যমে তাকে

ধরবে বলে যেই না ছুটতে যাবে অমনি একটা শক্ত পেয়ারা এসে লাগল মাথায়। লোকটা 'বাবা রে" করে উঠল।

তখন দেখা গেল সুধাকে। একটি গাছের ডালে বসে ডাসা পেয়ারা খাচ্ছে আর পা দুটি দোলাচ্ছে। লোকটির রকম দেখে খিলখিল করে হেসে উঠেই ডাল থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে নামল সে। যে লোকটিকে মেরেছিল তার কপাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছে তখন। তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "যাও। এবার গর্তে ঢুকে একটু মার্কিওরোক্রোম লাগাও। একেবারে মাথাটাকে যে গুড়িয়ে দিইনি এই তোমার ভাগ্যি ভাল।"

লোকটি রেগে বলল, "তবে রে শয়তান মেয়ে।" বলে যেই না তাকে ধরতে যাবে সুধা অমনি একমুঠো ধুলো কুড়িয়ে তার চোখে ছুড়ে দিয়েই ছুট-ছুট-ছুট।

এদিকে আর এক নাটক জমে উঠল। বাবলু তো কোনওরকমে ছাড়া পেয়ে ছুটে পালিয়ে আসছিল। ওর হাতে ছিল সেই ধারালো ছোরাখানা। এমন সময় একটা গলির মুখে হঠাৎ বিক্রমবাবুর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা লেগে গেল। বিক্রমবাবু একেই ভিতু লোক। তার ওপর আচমকা ধাক্কা খেয়ে এবং ছোরা দেখে চিৎকার করে উঠলেন।

বাবলুর মুখটাও তিনি দেখবার অবকাশ পাননি তখন। তিনি বাবলুকে জাপটে ধরে চেঁচিয়েই চললেন, "চোর—চোর। ডাকু হ্যায়। খুন করনে আতা। খুন—মাডার—চোর—পাকড়ো।"

বাবলুও আচমকা ধাক্কা খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে। তার ওপর বিক্রমবাবুর চেঁচানিতে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল সে। বলল, "আরে। কী করছেন কী? ছাড়ুন। চেঁচাবেন না। আমি চোর নই। আমি বাবলু। ছেড়ে দিন।"

বিক্রমবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, "ছেড়ে দেব? সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে পর্যন্ত ছাড়িনি আমি। তুমি তো কোন ছার।"

ততক্ষণে বাবলু নিজেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে।

দশ বারোজন লোকও তখন ছুটে এসেছে।

সুধাও এসে হাজির।

সুধা বলল, “উঃ! কী কাণ্ডটাই না বাঁধালে তোমরা!”

বিক্রমবাবু বললেন, “আর একটু হলেই আমাকে খুন করে ফেলেছিল। অ্যাত্তোবড় একটা ছোরা নিয়ে ছুটে এসেছে আমাকে মারবে বলে।”

বাবলু বলল, “কী আশ্চর্য। শুধু শুধু আপনাকে মারতে যাব কেন?”

“তা হলে এই সাত-সক্কালবেলায় ছোরা নিয়ে কাকে মারতে যাচ্ছিলে বাছাধন? তোমাকে আমি পুলিশে দেব। হাজতে পাঠাব। পুলিশ—পুলিশ—”

অন্যান্য লোকেরা যারা জড়ো হয়েছিল তারা বলল, “সত্যিই তো। ছোরা নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় তুমি কী করতে বেরিয়েছ? বলো শিগগির?”

সুধা বলল, “আপনারা যান তো। ও কিছু নয়। আমরা বনে গিয়েছিলুম খরগোশ ধরতে। এমন সময় একটা সাপ এমনভাবে তেড়ে এল যে বাপরে বাপ! উঃ! খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রা। আপনারা যান এবার।”

সবাই হাসতে হাসতে চলে গেল।

বাবলুও ফিরে এল ঘরে।

সুধা বলল, “তুমি এমন করো না বাবা। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বাবলুকে তুমি যা ভাবছ তা নয়। সে রকম ছেলেই নয় ও।”

বিক্রমবাবু রেগে বললেন, “তু-তু-তুই কী করতে ওর সঙ্গে খরগোশ ধরতে গিয়েছিলি? বলছি না ওই সব ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশবি না। এরকম করলে কালই আমি চলে যাব। উঃ! কী সাংঘাতিক।” বিক্রমবাবু তখনও কলকল করে ঘামছেন।

তখনকার মতো বিপদ কেটে গেলেও বেলায় আর একবার বিপদের মুখোমুখি হতে হল বাবলুকে। পঞ্চু সমেত পাণ্ডব গোয়েন্দারা গেছে লালবাঁধে স্নান করতে।

ঐতিহাসিক দিঘি।

দিঘির কাজল কালো জলে আরও দু-একজন স্নান করছে। এক জায়গায় একজন ধোপানি বসে বসে কাপড় কাচছে। বাঁধের ওপার দিয়ে জনাচারেক লোক কোথায় যেন যাচ্ছিল। হঠাৎ ওদের দেখই কপাল কুঁচকে গেল তাদের। অনেকক্ষণ ধরে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল তারা তারপর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিন্তু সেদিকে তাকিয়েও দেখল না। কেন না এপারেই দুজন অত্যন্ত মজাদার লোক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলেছে তখন। তাদের একজন বৃদ্ধ বাবাজি। অপরজন মধ্যবয়সি।

বাবাজির কপালে তিলক। নামাবলি। চলার ভঙ্গি দেখলেই হাসি পায়। তার ওপর ফাটা কাঁসার মতো কণ্ঠস্বর শুনে সত্যিই না হেসে পারা যায় না। কী দারুণ শুচিবায়গ্রস্ত। হাতে একটা কমণ্ডলু ছিল। সেটা নিয়ে জলে নেমে চারদিকের জলে ঢেউ খেলিয়ে ধুতে লাগলেন সেটাকে। একটা ছেলে স্নান করতে করতে ছুয়ে ফেলেছিল। অমনি চোখ রাঙিয়ে তেড়ে গেলেন তাকে—“ব্যাটা ডিংরের পো। বামুন বোষ্টম মানিস না তোরা। নরকে যাবি যে। এত জায়গা থাকতে একবারে ঘাড়ের ওপরে পড়ছিস।”

বাবলুরা তখন জলে নেমেছে।

আর সেই ঢাঙা চেহারার মধ্যবয়সি ভদ্রলোক মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলি নেড়ে দাঁতন করতে লাগলেন।

বাবলুদের দেখেই কমণ্ডলু ধোঁয়া মাথায় উঠে গেল বাবাজির ভুরুর ওপর ডান হাতের চেটো রেখে কেমন যেন ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, “কে

বাবা মানিকচাঁদেরা? একেবারে সারমেয় সমেত জল তোলপাড় করতে লেগে গেছ? এ যে একেবারে ধর্ম্মপুত্ত্বর যুধিষ্ঠিরের দল মনে হচ্ছে।”

বাবলু বলল, “আমরা একালের পঞ্চপাণ্ডব।”

“সে তো তোমাদের সঙ্গে ওই শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্টকে দেখেই বুঝেছি। তা কোথা থেকে এসেছ শুনি?”

বিলু বলল, “হাওড়া থেকে।”

“হাওড়া থেকে এখানে এসেছ চান করতে?”

বাবলু বলল, “শুধু চান? গোটা বিষ্ণুপুর শহরটাকে চষে বেড়িয়ে আপনার এই নরক দেখতে এসেছি।”

“এঃ! আবার টিটকিরি মারা হচ্ছে? বামুন, বেষ্টমের মর্ম তোরা কী বুঝবি রে? যে সে ছুলেই দুকথা বলতে হয়।”

বাবলু বলল, “এতই যদি বোঝেন তবে যে জলে যে সে নামে, সে জলে আপনি নেমেছেন কেন?”

“কী বললি চ্যাংড়া ছোঁড়া? ওই ছেলেটা কে জানিস? ও একটা ইয়ের ছেলে। নোংরা ঘাটে।”

বাবলু বলল, “কিন্তু আজকে পৃথিবীসুদ্ধ লোক যে ওদের অমৃতের পুত্র বলে মেনে নিয়েছে। সে খবর রাখেন? ওরা হরিজন। সকালে উঠে মনে মনে ওদের প্রণাম করবেন।”

শোনা মাত্রই লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি, “কী! এত বড় আস্পর্ধা? সেদিনের ছেলে সব, গলা টিপলে দুধ বেরোবে, তোরা এসেছিস আমাকে জ্ঞান দিতে?”

পঞ্চু অমনই ভৌ ভৌ করে ডেকে উঠল। যেই না ডাকা আমনই লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি। মধ্যবয়সি ভদ্রলোক তখন জলে নেমেছেন। বাবাজির দিকে এক চোখ টিপে বললেন, “আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু বুঝেশুনে কথা বলো হরিধন কাকা। দিনকাল খারাপ।”

বাবাজি অমনি থুঃ থুঃ থুঃ করে তিনবার থুথু ফেললেন। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তখন জল তোলপাড় করে স্নান করতে লেগে গেছে। ওদিকে থেকে যারা ওদের ফলো করছিল, তাদেরও একজন জলে নামল। নেমেই ডুব। বাবলু তখন সাঁতার কাটতে কাটতে অনেকদূর চলে গেছে। এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল জলের তলা থেকে ডুব সাঁতার দিয়ে কে যেন তার একটা পা শক্ত করে চেপে ধরেছে। আর তাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বাবলু বুঝতে পারল শত্রুপক্ষের লোক এসে গেছে এখানেও ! যেই না বোঝা অমনি অপর পায়ে তাকে একটা লাথি মেরে হেঁচকা টানে পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে পালটা ডুবে একদম ঘাটের কাছে।

এমন সময় দেখা গেল মধ্যবয়সি সেই ভদ্রলোক জলের ওপর চিংড়ি লাফ লাফাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন, "ওরে বাবারে আমাকে কুমিরে ধরেছে রে! ওরে মরে গেলুম রে। উঃ! খেয়ে ফেললে, মাগো, বাবাগো, কুমির গো!"

বাবাজিও তখন চোখ কপালে উঠিয়েছেন, "কুমির। লালবাঁধে কুমির! শ্রীহরি শ্রীহরি মধুসূদন।" মধ্যবয়সি ভদ্রলোক লাফাতে লাফাতে হঠাৎ বললেন, "ছেড়েছে। ছেড়েছে। মেরেছি ব্যাটাকে টেংরি দিয়ে এক লাথি। বাপরে বাপ। আর কোন শর্মা আসে এখানে।"

বাবলুরা তখন ডাঙায় উঠে গা মুছতে মুছতে হাসছে। বাবলু মনে মনে ভাবল খুব জোর বেঁচে গেছে এ যাত্রা। বাবলু বলল, "ওঃ! ভাগ্যে ডুব সাতার দিয়েছিলুম। তাই আমার পা মনে করে ভদ্রলোকের পাটাকেই চেপে ধরেছিল ব্যাটা।"

বিলু বলল, "কে রে বাবলু?"

বাবলু ইশারায় সকলকে ওপারের দিকে দেখিয়ে দিল।

ঠিক সন্ধেটি হব হব তেমন সময় দেখা গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা ধীরে ধীরে নতুন মহলের দিকে চলেছে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু এবং পঞ্চু সবাই রয়েছে আজ।

বিলু বলল, "তুই ঠিক পারবি তো বাবলু?"

"নিশ্চয়ই। পিসেমশাইয়ের ডায়রি পড়ে যে সংকেত পেয়েছি এবং ম্যাপে যা নির্দেশ আছে তাতে আমি নিশ্চিত যে গুপ্তধন আমাদের হাতে আসবেই।"

ওরা যখন মাঠ পেরিয়ে বনে ঢুকতে যাচ্ছে তেমন সময় দেখা গেল দূর থেকে সুধা আসছে ছুটতে ছুটতে, "বাবলু, একটু দাঁড়াও, বাবলু...।"

ওরা থেমে দাঁড়াল।

সুধা হাঁফাতে হাঁফাতে কাছে এসে বলল, "চলো।"

বাবলু বলল, "তুমি কোথায় যাবে?"

"তোমাদের সঙ্গে।"

"আমরা যাচ্ছি ডাকাতের ঘাটিতে। সেখানে তুমি কী করতে যাবে, যদি তোমার কোনও বিপদ হয়?"

"কিছু হবে না। চলো না। একে আমি অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসি, তবু তুমি কিছুতেই আমাকে সঙ্গে নিতে চাও না। সকালে কেমন হয়েছিল? আমি না থাকলে একেবারে তুলে নিয়ে যেত আর একটু হলে। ভাগ্যে গাছে উঠে বসেছিলুম। তাই তো পেয়ারা ছুড়ে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিলুম ব্যাটার।"

ওরা সবাই চলল। বনে ঢুকে সেই সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে বাবলু একবার পঞ্চুকে পাঠিয়ে দিল। যখন দেখল পঞ্চু কোনও তাড়া খেল না তখন বাচ্চু-বিচ্চু আর সুধাকে বাবলু বলল, "তোমরা চুপচাপ এখানে পঞ্চুকে নিয়ে দাড়িয়ে থাক। আমি বিলু আর ভোম্বলকে নিয়ে একবার ভেতরে ঢুকি।"

সুধা বলল, "এর পিছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢোকবার আর একটা রাস্তা আছে, সেটা দিয়েই যাও না।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, “এর পিছনেও রাস্তা আছে নাকি?”

“হ্যাঁ। একটা ফণীমনসার ঝোপের গায়ে ভাঙা প্রাসাদের এক কোণে একটা কাঠের আংটাওলা ঢাকনা আছে। মনে হয় সেটাও সুড়ঙ্গের মুখ। সকালে এসে আমি দেখেছি সেটা। একা ছিলাম বলে তুলে দেখতে পারিনি।”

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, “উঃ! তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব না!”

ওরা সকলে তখন পিছন দিকে গেল। তারপর সুধার কথামতো একটা ঢাকা সরাতেই সুড়ঙ্গের মুখ দেখতে পেল। এবং আরও দেখতে পেল ধাপে ধাপে কতকগুলো সিঁড়ি ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। ওরা পা টিপে টিপে সেই সিঁড়ি দিয়ে নামল সকলে।

সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা পথ নামার পরই ওরা একটা প্রশস্ত দালানের মতো জায়গায় এসে পড়ল। সেখানে এক নারকীয় দৃশ্য ঘটে চলেছে তখন। এক জায়গায় কঙ্কালের পোশাক পরা কয়েকজন লোক বসে আছে। একদিকের থামে কিছু অসহায় লোক বাধা। আর যমদূতের মতো দুটো লোক একটা জ্বলন্ত চুল্লিতে লোহার শিক গরম করে বন্দিদের গায়ে ছ্যাকা দিচ্ছে। বন্দিরা যন্ত্রণায় যত চিৎকার করছে ওরা ততই উল্লসিত হয়ে হাঃ হাঃ করে হাসছে।

হঠাৎ গুরুগম্ভীর গলার শব্দে চমকে উঠল ওরা। দেখল একজন ভয়ংকর চেহারার লোক সম্ভবত দলের সর্দার, চেহারা দেখে অন্তত তাই মনে হল, সেই কঙ্কালের পোশাক পরা লোকগুলোকে অগ্নিমূর্তি হয়ে বলছে, “বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও বলছি। এখনও পর্যন্ত একটা বাচ্চা ছেলেকে তোমরা ধরে আনতে পারলে না? তোমাদের মতো লোককে নিয়ে দল আমি কী করে করব?

একজন বলল,“কী করব সর্দার? বাগে না পেলে? রাত্রিটা হতে দিন না। ঠিক তুলে আনব যেমন করে পারি।

"হ্যাঁ আনবে। আজ রাত্রির ভেতরে যদি আনতে না পার তবে লালবাঁধের জলে কাল সকালে তোমাদেরই লাশ ভাসবে।"

এমন সময় হঠাৎ ভোম্বলের নাকে কী যে একটা সড়সড় করতেই ভোম্বল ফ্যাচ করে হেঁচে উঠল। যেই না হাঁচা সর্দার অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে ওখানে?"

বিলুর হাতে একটা ইটের টুকরো ছিল। সে সেটা সর্দারের নাকে আড়াল থেকে টিপ করে ঝেড়ে দিয়েই বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দা।" বলেই সবাই মিলে দে ছুট।

সর্দারের লোকেরাও ছুটে এল তখনই। আর যেই না আসা, পঞ্চুও অমনি ঘেউঘেউ করে তেড়ে গেল। বাবলুরা যখন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে একেবারে মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছে তখন পঞ্চুও ছুটতে ছুটতে এসে ধরে ফেলল ওদের।

বাবলু বলল, "আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের কাজ শুরু হবে। সবাই আসব আমরা সম্ভবত ঘাঁটিতে তখন লোকজন বেশি থাকবে না। সবাই আমাদের খোঁজে বাইরে আসবে। সেই সুযোগে ব্যাটাদের মোকাবিলা করে আমরা গুপ্তধনের খোঁজ করব।"

সুধা বলল, "ভালই হবে। আজ মদনমোহনতলায় কবিগানের আসর আছে। মা আমি শুনতে আসব। সেই ফাঁকে আমিও পালাব তোমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "বেশ তাই হবে।" ওরা চলে এল।

রাত্রিবেলা মদনমোহনতলায় কবিগান জমে উঠেছে। একদিকে সুধা বসেছে তার মায়ের সঙ্গে। অপরদিকে পাণ্ডব গোয়েন্দারা। পিসিমাও রয়েছেন ওদের দলে। খানিক শোনার পর পিসিমা বললেন, "তোরা তা হলে শোন, আমি আসি, কেমন? সারা রাত শোনবার ধৈর্য আমার নেই।"

বাবলু বলল, "তবে চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।" এই বলে বাবলু পিসিমাকে এগিয়ে দিতে গেল।

বাবলু চলে যাওয়ার পর দেখা গেল জনাচারেক সাংঘাতিক চেহারার লোক এক এক করে এসে দাঁড়াচ্ছে ভিড়ের ভেতর। লোকগুলোকে সুধাই সর্বপ্রথম দেখতে পেল।

খানিক পরেই বাবলু ফিরে এল। ফিরে এসে যেই না বসতে যাবে অমনি একজন লোক পিছন দিক থেকে বাবলুর মুখ চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেল তাকে।

সেই না দেখে সুধা উঠে গিয়ে চুপি চুপি বিলুর কানে কী যেন বলল। বিলুও অমনি চোখদুটো বড় করে ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছুকে জানিয়ে দিল ব্যাপারটা। ওরা আর একটুও কালক্ষেপ না করে কবিগানের আসর থেকে বেরিয়ে এল। বিলু বলল, "বাবলুকে ধরে নিয়ে গেছে শয়তানরা। ভোম্বল তুই শিগগির ঘরে গিয়ে একটা করে ছোরা আর টর্চটা নিয়ে আয়। পঞ্চুকেও আনতে ভুলবি না।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক আছে। তোরা এগো। আমি যাচ্ছি। আমি ঠিক ধরে ফেলব তোদের।"

বিলুরা যখন মাঠ পেরিয়েছে তখন দেখল ভোম্বল আর পঞ্চু ছুটতে ছুটতে আসছে। তারপর ওরা সকলে সেই ঘাঁটির মুখে গিয়ে দাঁড়াল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও পঞ্চু সবাই আছে। বিলু সুধাকে বলল, "তুমি পঞ্চুকে নিয়ে এইখানে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকো। বাইরে থেকে কেউ এর ভিতরে ঢুকতে এলে পঞ্চুকে লেলিয়ে দেবে। আমরা দুদিক দিয়েই সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকছি।"

সুধা তাই করল। পঞ্চুকে নিয়ে অন্ধকারেই লুকিয়ে রইল। আর বিলুরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'পাশে চলে গেল। একপাশে বিলু-বিচ্ছু। অন্যদিকে ভোম্বল, বাচ্চু।

বিলু-বিচ্ছু যেই না সুড়ঙ্গের ঢাকাটা সরাতে যাবে অমনি দেখল গাছতলায় অন্ধকারে একটা কঙ্কাল দুটো হাত দিয়ে যেন ওদের গলা টিপে মারবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

কঙ্কাল রহস্য তো উদ্ধার হয়েই গেছে। তাই বাচ্চু আর বিচ্ছু ইশারা করেই মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভান করল। ভাবটা এই যেন ভূত দেখে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কঙ্কালটা নিশ্চিত হয়ে তখন যেই না ওদের কাছে এল, বিলু-বিচ্ছু দুজনেই তখন তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করল তাকে। বিলু একেবারে তার গলায় হাত দিয়ে পিছন দিকে ঝুলে পড়ল। আর বিচ্ছু করল কী একটা পাথরের চাই কুড়িয়ে নিয়ে তার মাথার ওপর বসিয়ে দিল কয়েক ঘা।

লোকটা সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়তেই ওরা ঢাকনা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওদিকে ভোম্বল-বাচ্চুও সুড়ঙ্গ মুখে এসে দেখল একটা হিন্দুস্থানি লোক খৈনি টিপছে বসে বসে। ভোম্বল একটা আধলা ইট নিয়ে একটু দূরে ছুড়ে দিতেই কৌন হ্যায়' বলে উঠে সেদিকে দেখতে গেল। যেই না যাওয়া ওরাও অমনি ঢুকে পড়ল ভেতরে। ভেতরে ঢুকতেই অদূরে বিলু-বিচ্ছুকে দেখতে পেল ওরা। দুদিক থেকেই হাত নেড়ে উভয়দের উপস্থিতি জানানো হল।

বাবলু তখন একটা থামের সঙ্গে বাধা ছিল। আর সর্দার দূরে বসে নেশায় টলছিল। জনা চার পাঁচ কঙ্কালের পোশাক পরা লোকও সর্দারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সর্দার বলল, "ছেলেটাকে ধরা হয়েছে। বুড়ি খবর পেয়েছে?"

"না সর্দার।"

"এইবার যাও। বুড়িকে গিয়ে বলো, ছেলেটার কাছ থেকে একটা ম্যাপ পাওয়া গেছে এটা আসল, না জাল? যদি জাল হয় তবে ছেলেটার গলা কেটে বুড়িকে দিয়ে এসো।"

"এখনই যাচ্ছি সর্দার!" বলেই দুজন লোক হনহন করে চলে গেল। বাকি দুজন পোশাক খুলে রেখে পাশের একটা ঘরে ঢুকতেই বিলু এক লাফে বাবলুর কাছে গিয়ে বাঁধন খুলে দিল।

আর ভোম্বল করল কী, যে ঘরে লোকদুটো ঢুকেছিল সেই ঘরের শিকলটা এটে দিল। সর্দার চেঁচিয়ে উঠল, “কে? কে ওখানে?”

সর্দারের হাতে চকচক করছে একটা দোনলা পিস্তল।

ভোম্বল বলল, “পাণ্ডব গোয়েন্দা।”

বলেই শক্ত মতো কী একটা ছুড়ে দিল সর্দারের হাত লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। পিস্তল কোথায় ছিটকে পড়ল। সর্দারের টেবিলের ওপর টিমটিম করে জ্বলছিল একটা লণ্ঠন। বাবলু ঝাঁপিয়ে সেটার ওপর পড়েই সেই লণ্ঠনের বাড়ি সর্দারের মাথায় মারল এক ঘা।

ভোম্বলের হাতের টর্চটা জ্বলে উঠল তখন। পরক্ষণেই দেখা গেল একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ওপর থেকে সেই খৈনি টেপা লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

বিলু তখন ব্যাঙের মতো লাফিয়ে সিঁড়ির মুখে চলে গেল। তারপর যেই না লোকটা শেষ সিঁড়িতে এসে পড়ল অমনি বিলু তার ডান পায়ের টেংরি লক্ষ্য করে মারল এক লাথি।

লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর পড়া মাত্রই বিলু করল কী সেই মশালের আগুনটা ধরিয়ে দিল লোকটার কাপড়ে। লোকটা তো হাউ মাউ করে চেঁচাতে লাগল তখন। ওদিকে বাইরে থেকে পঞ্চুর একটানা চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কেউ বা কারা নিশ্চয়ই এর ভেতরে ঢুকতে আসছে কিন্তু তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না।

লণ্ঠনের ঘা খাওয়ার পর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সর্দার তখন ওদের দিকে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু ভোম্বলের চোখ সর্দার এড়াতে পারল না। ততক্ষণে ভোম্বল একটা রড কুড়িয়ে নিয়েছিল। তারই বাড়ি সর্দারের মাথায় বসিয়ে দিল এক ঘা। সর্দার লুটিয়ে পড়ল। ওদিকে ঘরের মধ্যে শিকলবন্দি লোকদুটো তখন লাথির পর লাথি মেরে চলেছে দরজায়। বাবলুরা আর সেই অন্ধকারে ভেতরে না থেকে

বাইরে বেরিয়ে আসতে গেল। এমন সময় দেখল বাইরে থেকে কিছু লোক হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকছে। ততক্ষণে বিলু আর ভোম্বল শুরু করে দিয়েছে তাদের সেই দড়ির ম্যাজিক। ভেতরে ঢুকেই যে দড়িতে বাবলুকে বেঁধেছিল শয়তানরা, সেই দড়িটা ভোম্বল কোমড়ে বেঁধে রেখেছিল। এবার সেটা কাজে লাগল।

অন্ধকারে দু’জনে দু’পাশে বসে একটা দড়ির দু'প্রান্ত ধরে ঘাপটি মেরে রইল। তারপর হুড়মুড় করে যেই না সব নামতে যাবে অমনি দড়ি ধরে পায়ে আটকে দিতে লাগল। যারা এল তারা প্রত্যেককেই তখন টিপ টিপ টিপ।

বাবলুর তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর ম্যাপটা তো সর্দার ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছে। তাই এক লাফে সর্দারের টেবিলের কাছে গিয়েই ড্রয়ারের ভেতর থেকে ম্যাপটা বার করে নিল।

যে লোকগুলো দড়িতে জড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল তাদেরই ভেতর থেকে দু-একজন উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। ওদিকে ঘরের ভেতর থেকে সেই শিকলবন্দি লোকদুটো তখনও লাথির পর লাথি মেরে চলেছে। উঠে দাঁড়ানো লোক দুজনের ভেতর থেকে একজন ছুটে গিয়ে শিকল খুলে দিতেই অর্গলমুক্ত হয়ে মরিয়ার মতো ভেতরের লোকদুটো বেরিয়ে এল তখন এসেই ধরে ফেলল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

বিলু-ভোম্বল তখন থামের আড়ালে। একজন চট করে একটা মশাল ধরিয়ে নিল। বাবলু তখন সর্দারের টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আছে মারমুখী হয়ে। ওর হাতে সেই ম্যাপটা। একজন বলল, শিগগির দে বলছি।”

“না দেব না। এক পাও এগোবে না কেউ এগোলেই ছিড়ে ফেলব।”

আর একজন ততক্ষণে একটা লোহার রড কুড়িয়ে নিয়েছে। তাই না দেখে বাবলু টেবিলের পিছন দিকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। টেবিলের একদিকে রইল বাবলু। অপর দিকে সর্দার ও দলের লোকেরা।

এমন সময় বিলু ও ভোম্বল আত্মপ্রকাশ করে একজন একটা চেন ও একজন রড কুড়িয়ে আচমকা ঝাপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর।

আর সেই সুযোগে বাবলু টেবিলটা ধরে গায়ের জোরে লোকগুলোর দিকে ঠেলে দিয়েই এক লাফে সিঁড়ির মুখে।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই দুজন লোক ধরে ফেলল ওকে।

একজনের হাতে পিস্তল।

অসহায় বাবলু বন্দি হল তাদের হাতে।

পঞ্চুর চিৎকার অনেকক্ষণ থেকেই শোনা যাচ্ছে না।

বাবলুর ভয় হল, তবে কি ওরা পঞ্চুকে মেরে ফেলেছে?

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন ধরা পড়েছে।

শয়তানরা ওদের বার করে এনে বাইরের জঙ্গলে বড় বড় গাছের গুড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

সর্দার এসে চেপে ধরল বাবলুকে, "কোথায় রেখেছিস ম্যাপ? দে শিগগির।" বলে নিজেই সার্চ করতে লাগল বাবলুকে।

কিন্তু কোথায় ম্যাপ? ধরা পড়ার আগেই বাবলু সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল একটা ঝোপের দিকে।

সর্দার বলল, "বড় ধূর্ত তুই না? বল, কোথায় ম্যাপ?"

"জানি না।"

সর্দার ঠাস করে চড় মারল বাবলুর গালে।

ভোম্বল তখন রাগে দড়ি ছিড়ে ফেলবার উপক্রম করতে লাগল। কিন্তু বাঁধন এমনই শক্ত যে ছেঁড়া দূরের কথা এতটুকু আলগা পর্যন্ত হল না।

সর্দারের হুকুমে দু'চারজন লোক তখন মশাল জ্বেলে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একজন চেচিয়ে উঠল, "পেয়েছি পেয়েছি।"

সর্দার তাড়াতাড়ি ম্যাপটা হাতে নিয়ে বলল, "কই দেখি? তারপর সেটা দেখেই আনন্দে উল্লসিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, এই সেই আসল ম্যাপ। যা আমি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিলাম। ঠিক আছে। আর দেরি করে লাভ নেই। চলো সব

আজ রাতের মধ্যেই গুপ্তধন উদ্ধার করে ফেলি।”—এই বলে সকলে হইহই করে নতুন মহলের দিকে এগিয়ে চলল। শাবল গাইতি কোদাল ইত্যাদি নিয়ে দশ-বারোজন লোক সর্দারের নির্দেশ মতো চলল খোঁড়াখুড়ি করতে।

বিলুর চোখ ফেটে জল আসতে লাগল তখন।

বিলু বলল, “সত্যি, আমরা এভাবে কখনও হারিনি।”

ভোম্বল বলল, “পঞ্চুরও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।”

বাচ্চু-বিচ্চু বলল—“সে কি আর বেঁচে আছে? হয়তো মেরেই ফেলেছে তাকে।”

বাবলু বলল, “সুধা? সুধাই বা কোথায়?”

বিলু বলল, “আমার মনে হয় সুধা পঞ্চুকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন ডেকে নিয়ে আসবে।”

ভোম্বল বলল, “জয় ভগবান। যেন তাই হয়।”

এমন সময় একজন হোতকা চেহারার লোক এগিয়ে এল বাবলুদের দিকে। এসে বলল, “কী, কেমন ফাঁদে পড়েছ বাছাধনেরা? এখন মন-প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডাকো। যদি গুপ্তধন আমরা পেয়ে যাই তা হলে মালপত্তর নিয়ে আমরা চম্পট দেব। আর যদি না পাই তা হলে তোমাদের প্রত্যেককে মেরে রেখে আমরা চলে যাব বরাবরের জন্য। এই আমাদের সর্দারের আদেশ।”

হঠাৎ নতুন মহলের দিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

যে লোকটা বাবলুদের কাছে ছিল সেও তখন ছুটে গেল সেই দিকে।

নতুন মহলের সুড়ঙ্গের ভেতর একটা গোখরো সাপ অনেকদিন ধরে বাস করছিল। সামনে শিকার পেয়ে ছুবলে দিয়েছে ডাকাত দলের একজনকে।

কী ভয়ংকর চেহারার সাপ। সব কাজ ফেলে ডাকাতরা সর্পাহত লোকটিকে নিয়ে পড়ল। সর্দারের পিস্তল গর্জে উঠল দুবার। গোখরো সাপটা চূর্ণ-

বিচূর্ণ হয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে মরে গেল। লোকটিও নীল হয়ে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল পঞ্চুকে। পঞ্চু কাছেই একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে ছিল। শয়তানদের লোকটা চলে যেতে সে এসে বাবলুর দড়ির বাঁধন কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। দু-চারবার কামড়া-কামড়ির পর ছিড়ে গেল বাঁধন। আর যেই না ছিড়ে যাওয়া অমনি বাবলু নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুকে বন্ধনমুক্ত করল।

বিলু বলল, "তুই একদম দেরি করিস না বাবলু। এখনই গিয়ে পুলিশে খবর দে। আমরা এখানেই লুকিয়ে থাকব কোথাও।"

বাবলু আর পঞ্চু জঙ্গল পেরিয়ে ছুটল থানার দিকে। কিছুটা আসার পরই দেখল একজন লোক বন্দুক হাতে ছুটতে ছুটতে আসছে ওদের দিকে। তার মানে ওরা কোনওরকমে টের পেয়েছে বাবলু পালাচ্ছে বলে। লোকটা চেঁচাচ্ছে, "মার—মার—মার ব্যাটাকে। মেরে ফ্যাল।"

কিন্তু কে কাকে মারে? বাবলু হঠাৎ ছোটা থামিয়ে হাতের কাছে ইট পাথর যা পেল তাই নিয়ে এলোপাথাড়ি ছুড়তে লাগল লোকটার দিকে। আর পঞ্চু? সে তখন নেকড়ের মতো লোকটাকে আঁচড়ে কামড়ে এমনভাবে ফালা ফালা করে দিলে যে প্রাণ সংশয় হয়ে দাঁড়াল তার। এমনকী বন্দুক ওঠানোর শক্তিও আর রইল না। পালানো তো দুরের কথা।

লোকটা জখম হয়েছে দেখে বাবলু আর পঞ্চু নিশ্চিন্তে জঙ্গল পার হয়ে যেই না মাঠে নামতে যাবে অমনি দেখল পুলিশ বোঝাই কয়েকটা ভ্যান দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ভ্যানগুলো কাছে আসতেই জোরালো সার্চলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল বাবলুর।

ভ্যানের ভেতর থেকে সুধার গলা ভেসে এল, "ওই তো। ওই তো বাবলু। উঃ ভগবান! আমি তো ভাবলাম এতক্ষণে বোধহয় শেষই হয়ে গেছে!"

এমন সময় বিক্রমবাবুরও গলা শোনা গেল, "এসো বাবলু। উঠে এসো। আমরা তোমাদেরকেই উদ্ধার করতে যাচ্ছিলাম।"

বিষ্ণুপুর থানার ও সি ভ্যান থেকে নেমে এসে বললেন, "ও আর উঠে এসে কী করবে? জঙ্গলে তো ভ্যান ঢুকবে না। হাটতেই হবে। সবাই হাটব চলুন।" বলে বাবলুর মুখ থেকে বর্তমান পরিস্থিতির কথা এবং কী উপায়ে পঞ্চুর সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে এবং পথের দুজনের আক্রমণও প্রতিহত করেছে সব শুনতে শুনতে চললেন তিনি।

রাতের অন্ধকারে প্রথমেই নতুন মহলের চারদিক ঘিরে ফেলল সশস্ত্র পুলিশে। তারপর ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সকলে নতুন মহলের দিকে। বাবলু সুধাকে বলল, "সত্যি! তোমার জন্য আমার খুব চিন্তা হয়ে গিয়েছিল।"

"তোমাদের জন্যে আমার আরও বেশি চিন্তা হয়েছিল। যখন বুঝলাম বেগতিক তখনই পালিয়ে এসে থানায় খবর দিয়েছি। খবর দিতে এসে দেখি বাবাও এসে বসে আছেন। কবিগানের আসর থেকে আমি উধাও হয়েছি শুনে বাবাও এসেছিলেন থানায় ডায়রি করতে।"

বিক্রমবাবু বললেন, "নাঃ! তোমরা দেখছি সত্যিই ডানপিটে ছেলে। ছোটবেলায় আমিও ডানপিটে ছিলাম। তবে তোমাদের মতো না। এক এক গুলিতে এক একটা বাঘের খুলি উড়িয়েছি একদিন। এবার ডাকাতেরও মুণ্ডু নেব। ডাকাতের মোকাবিলা করবার শখ আমার বহুদিনের।"

ও সি বললেন, "স্টপ।"

স্টপ বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমবাবু একটা গাছের একেবারে অর্ধেক ওপরে। ও সি বললেন, "কী হল আপনি গাছে উঠছেন কেন?"

"আপনি স্টপ বললেন যে? মানে কোনও বিপদের গন্ধ-টন্ধ পেয়েছেন নিশ্চয়ই।"

"আরে দূর মশাই। স্টপ বললাম মানে আপনারা এইখানে থামুন। আমরা এগোই। আপনাদের আর সবাইকে উদ্ধার করে আনি। দরকার হলে গোলাগুলি ছোটাতে হবে।"

"সেইজন্যই তো গাছে উঠছি স্যার। যাতে কোনও কিছু ছিটকে এসে গায়ে না লাগে।"

ও সি হেসে বললেন, "যা মন চায় করুন আপনার।" বলে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

ওদিকে হয়েছে কী বিলু-ভোম্বল-বাচ্চু-বিচ্ছুও বন্ধনমুক্ত হয়ে অন্ধকারে সকলের নজর এড়িয়ে ঢুকে পড়েছে নতুন মহলের ভেতর ঢুকে টু শব্দটি না করে দেওয়ালের গা ঘেঁষে এগিয়ে চলল ওদের অনুসরণ করে।

শাবল গাঁইতি আর কোদালের সাহায্যে ম্যাপের নির্দেশ মতো শয়তানেরা তাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চলেছে।

হঠাৎ এক জায়গায় শাবলের চাড় লাগতেই ঠং করে একটা শব্দ হল।

যেই না হওয়া আমনি শাবল আর গাইতির ঘা মেরে একটা দেওয়ালকেই ধসিয়ে ফেলল ওরা।

তারপর মশালের আলোটা এগিয়ে ধরে দেখল একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক। আর সেই সিন্দুকে মস্ত একটা তালা ।

সবাই তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তালাটার ওপর। কিন্তু না। না ভাঙতে পারল তালা, না নড়াতে পারল সিন্দুক।

সর্দার বলল, "যাও, শিগগির একটা ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি যাও।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু তৃষিত চোখে চেয়ে রইল সিন্দুকের দিকে।

ওদের কত স্বপ্নের গুপ্তধন। অথচ ভাগ বসাবে অন্য লোকে।

এমন সময় গুড়ুম করে একটা গুলির শব্দ।

সেই সঙ্গে আর্তনাদ।

সর্দার থমকে দাড়িয়ে বলল, "কী ব্যাপার! গুলির শব্দ মনে হচ্ছে। যাও তো কেউ গিয়ে একজন দেখে এসো তো ব্যাপারটা কী।"

শাবল আর গাইতি দিয়ে সিন্দুক ভাঙার তখনও আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

যে লোকটা দেখতে গিয়েছিল সে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "সর্বনাশ হয়েছে ওস্তাদ। চারদিক পুলিশে ছেয়ে ফেলেছে।"

সিন্দুক ভাঙা মাথায় উঠে গেল তখন।

সর্দার বলল, "সে কী!"

"হ্যাঁ ওস্তাদ।"

"ঠিক আছে। এখানে আমার কাছে দুজন লোক থাক। আর বাকিরা চলে যাও। একজন পুলিশও যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে।"

"ঠিক আছে ওস্তাদ।" বলে লোকগুলো বন্দুক নিয়ে ছুটে গেল নতুন মহলের প্রবেশপথের দিকে।

তারপর শুরু হল ডাকাতে-পুলিশে প্রচণ্ড লড়াই।

রীতিমতো যুদ্ধ যাকে বলে তাই।

গুলির জবাবে গুলি ছুটতে লাগল। প্রত্যুত্তরে আবার গুলি।

এমন সময় অভাবিতভাবে ভেঙে গেল সিন্দুকের ডালা। আর চোখ ঝলসে দেখা দিল অতুল ধনরাশি। সে যে কী অপূর্ব সম্পদ তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

সর্দার আনন্দে পাগলের মতো হেসে উঠে দুহাতে সেই ধনসম্পদ মুঠো মুঠো বুকে নিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

আর সঙ্গী দুজনও পাগলের মতো নৃত্য শুরু করে দিল।

এমন সময় সিন্দুকের পিছন থেকে মেয়ে গলায় হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ করে কে যেন হেসে উঠল।

সর্দার পিছিয়ে এল কিছুটা।

সঙ্গী দুজনও থেমে গেল। সর্দার বলল, “কে? কে? কে হাসে?”

হাসির শব্দ তখন প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরছে।

মেয়ে গলায় উত্তর এল, “আমি লালবাই।”

“অ্যাঁ! অ্যা! কে তুমি! কী নাম বললে?”

“আমি লালবাই। তোমাদের সাধ্য নেই যে আমার সম্পত্তিতে হাত দাও। এখনও বলছি চলে যাও ভালয় ভালয়। আমার নশ্বর দেহ নষ্ট হয়ে গেলেও আমার আত্মা আজও পাহারা দিচ্ছে এই নতুন মহলে।”

এমন সময় অনেকগুলো ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল সেখানে।

সেই সঙ্গে বাবলুর গলা, “বিলু-ভোম্বল-বাচ্চু-বিচ্ছু তোরা কোথায়? আমরা মুক্ত বেরিয়ে আয়।”

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিছু শয়তানদের অন্যমনস্কতার সুযোগে সিন্দুকের পেছনে এসে লুকিয়েছিল।

তারা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল এবার।

ওদের বেরিয়ে আসতে দেখেই সর্দারের চোখ কপালে উঠে গেল। কিন্তু উঠলে কী হবে? ওদের হাতে তখন পুলিশের হাতকড়া।

সুধাকে নিয়ে বিক্রমবাবুও তখন ভেতরে চলে এসেছেন।

বিক্রমবাবু ভেতরে ঢুকেই চোখমুখ লাল করে সর্দারকে দেখতে লাগলেন। তারপর ‘অ্যাপ অ্যা ‘ করে বার দুয়েক ধমক দিয়ে ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন।

ও সি বললেন, “কী হল, মারলেন কেন?”

“আমার অনেক দিনের সাধ আজকে মেটালাম স্যার?”

“বেশ করেছেন। এবার আমাদের একটু কাজ করতে দিন। আপনারা বাইরে যান।”

ওরা যখন বাইরে এল তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। পুলিশ ছাড়াও আরও অনেক লোক তখন জড়ো হয়েছে সেখানে। -

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সুধা ও বিক্রমবাবুর মন ভরে উঠেছে জয়ের গৌরবে।

পঞ্চুও আনন্দে ঘন ঘন লেজ নাড়ছে।

খবর পেয়ে ডি এম-ও স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। তারপর সব দেখে-শুনে নিজের গাড়িতে করে বাবলুদের পৌছে দিলেন পিসিমার বাড়িতে।

ডাকাত দলের প্রত্যেকেই প্রায় মারা গিয়েছিল পুলিশের গুলিতে। শুধু সর্দার ও তার সঙ্গী দুজন ছাড়া। তারা পায়ে বেড়ি পরে হাজতে গেল।

ওইদিনই বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চে জেলার তরফ থেকে সরকারিভাবে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পুরস্কার দিলেন জেলাপ্রশাসক। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারদিকে !

পুরস্কার নেওয়ার পর সুধাই সকলকে অভিনন্দন জানাতে উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল, “থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।”

সবাই বলল, “হিপ হিপ হুরর রে।”

পঞ্চুর আনন্দ অত্যধিক। সে দারুণ জোরে চেচিয়ে উঠল, “ভৌ। ভৌ ভৌ।”